
খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা
শারদীয়া
PUCHKA CORNER
KATHI ROLL
KATHI ROLL
দেবী দুর্গার হাতে ঘন্টা থাকে কেন ?
দেবী দুর্গা ঃ দেবী নন শুধু, শক্তির মহাশক্তি
গণিত ও দেবীর বাহন
শিকারপুরে ইতিহাসের ছায়ায় ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানী

THE HIMALAYAN EYE INSTITUTE

Restoring Sight. Reviving Lives

NABH Certified
Entry Level SHCO



MAKING SURE YOUR EYES ARE IN SAFE HANDS









NORTH BENGAL'S LARGEST PRIVATE EYE HOSPITAL

FOR ONLINE APPOINTMENT

SCAN QR CODE

Jhankar More, Burdwan Road, Siliguri-734005, W.B.
Phone : 0353-2502500, 2502501, 2502502, 2502505
Mobile : 8900799992, 6297948854, 9002206001

thehimalayaneyeinstitute@gmail.com

Follow us on

Online Appointment :
https://appointment.himalayaneyeinstitute.com/

ALL TYPES OF EYE CARE SERVICES AVAILABLE

Cataract | Vitreo-retina | Refractive Surgery | Child Eye Care
Glaucoma | Oculoplasty | Diagnostic | Optical | Squint | Contact Lens
Myopia Clinic | Pharmacy | Lab | Low Vision Aids | Ocular Prosthesis

Bringing the world's best technology & treatment facilities


Constellation


Pentacam


Argos Biometer


Verion


Revo FC OCT


Specular Microscope


HFA


Centurion Phaco

With Best Wishes From :~

ANANDAMAYEE KALIBARI SAMITY

আনন্দময়ী কালীবাড়ি সমিতি

Founded by Charan Kabi Mukunda Das

Established in the year 1926







OUR SERVICES

Anandamayee Kalibari Atithi Niwas

Kalibari Road, Mahabirsthan, Siliguri-734004

(Furnished Conference Hall for Marriage & other ceremonies & Double Bed Room Attached and Non attached Dormitory Bed)

Anandamayee Kalibari Library

(Having huge stock of different type of Books with reading room for all without any fees)

Anandamayee Kalibari Free Coaching Centre

(Free special coaching to the Class-IX & X Bengali Medium Students)

Regular free medical checkup and Yoga for mother and child

Kalibari Road
Mahabirsthan
Siliguri-734004

Phone :
(0353) 2663285
2661898

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES



MANUFACTURING :

★ TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS

★ SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
M.S. ROD M.S. FLATS &
TORKARY BAR

MANUFACTURING :

★ SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
GREEN TEA FACTORY

★ CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS

★ SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
C.I. CASTING

AGRICULTURE :

★ BASANTA AGRICO-
PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

★ PAUL AUTOMOBILES
★ M&C IRON STORES
★ VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

সকলকে শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা



সদ্‌গুরু স্বামী দেবানন্দ মহারাজ
Sadguru Swami Debananda Maharaj
সদ্‌গুরু স্বামী দেবানন্দ মহারাজ

নাম জপ করো আর একটু একটু করে এগিয়ে চলো।
তোমাদের মধ্যে একটা পজিটিভ শক্তি তৈরি হবে।

Keep doing Japa and slowly move ahead. A positive energy will develop within you.

जप करते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का विकास होगा।

TERAI NURSING INSTITUTE

APPROVED BY WBNC & INC

"কন্যাশ্রী" ছাত্রীদের
STUDENT CREDIT CARD মাধ্যমে GNM NURSING COURSE এ ভর্তি করান এবং নারী শিক্ষার বিস্তার ও নারী ক্ষমতায়ন এ একটি বলিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহন করুন



Free Addmission in Nursing GNM Course

Contact us for more information

99331-76656

www.terainursing.com

খবরের ঘন্টা

RNI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

Special Issue

1st Oct to 31st Oct DURGA PUJA

শারদীয়া, ২২শে আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

অক্টোবর, ২০২৬ শারদীয়া

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী.), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ, সুজিত ঘোষ (বাপি....হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি)

দাম ঃ ২০ টাকা

Editor : Bapi Ghosh

Cover : Sanjoy Kr. Shah

Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA

Aurobinda Pally, Siliguri

e-mail : bapighosh300@gmail.com

Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব

সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

আমার ছোট বেলার দুর্গাপুজো.....কমলা সরকার.....০৪

কেন এলে.....অশোক রায়.....০৬

আমার শৈশবের দুর্গাপুজো.....শিবেশ ভৌমিক.....০৭

বাঙালির দুর্গাপুজো নিয়ে কিছু কথা.....ড. অসমঞ্জ সরকার.....০৯

দেবী দুর্গার হাতে ঘন্টা থাকে কেন ?.....শিবানন্দ ভক্ত.....১১

বাংলার মাটি ও শিল্পে হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের

শারদোৎসব.....নির্মল কুমার পাল.....৩৯

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা.....মুসাফীর.....৪২

গীতার মহিমা.....কবিতা বনিক.....৪৩

শিকারপুরে ইতিহাসের ছায়ায় ভবানী পাঠক,

দেবী চৌধুরানী.....পাঞ্চালি চক্রবর্তী.....৪৫

শারদীয় সন্ধিক্ষন.....রিঙ্কু মিত্র পাল.....৪৭

গণিত ও দেবীর বাহন.....স্বপনেন্দু নন্দী.....৪৮

ঃঃ অণু গল্প ঃঃ

ঠোঙা.....উত্তম দত্ত.....১৪

মাটি টাকা, টাকা-মাটি.....বাপি ঘোষ.....১৫

অরন্যই অক্সিজেনের শক্তি.....অর্চনা মিত্র.....১৬

ঃঃ বিশেষ রচনা ঃঃ

দেবী দুর্গা ঃ দেবী নন শুধু,

শক্তির মহাশক্তি.....শর্মিষ্ঠা লাহিড়ী এবং পায়েল বর্মন.....১৮

ঃঃ কবিতা ঃঃ

দেবীর রূপ কুমারটুলি.....অর্চনা মিত্র.....২২

বন্দেমাতরম !.....অর্চনা মিত্র.....২৩

স্বাধীনতা ওদের ডানায়.....তন্ময় ঘোষ.....২৩

খবরের ঘন্টা এখন শুধু প্রিন্ট মিডিয়াতেই নেই, খবরের ঘন্টা রয়েছে বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়াতেও।

You Tube Link :
https://youtube.com/@KHABARERGHANTA
Facebook Page Link :
https://www.facebook.com/slgkg/
Google Web Portal :
www.khabarerghanta.in

অন্ধকার সভ্যতা.....ইতু দত্ত.....২৪
একদিন.....দেবাশীস ভৌমিক.....২৪
আমার প্রিয় শহর শিলিগুড়ি.....মুনমুন সরকার.....২৫
সহজেই না বলেছিলি !.....অশোক পাল.....২৬
মা তুমি আবার এসো.....ঝুমা ভাদুড়ি.....২৭
দুর্গা পুজো.....ডা. শীর্ষেন্দু পাল.....৪৯
চলছে অবিকল.....ডা. দুলাল দত্ত.....৪৯
মাতৃ স্বরূপ.....রিয়া মুখার্জী.....৪৯

ঃঃ প্রতিবেদন ঃঃ

চটি-ফোস্কা থেকে ক্যাসেটের গান ;
কেমন ছিল সেই পুজো ?.....২৯
কান্না থামলেই খুশি মা দুর্গা.....৩০
দুর্গাপুজোরও আছে 'কেমিস্ট্রি' !.....৩২
থিমের ভিড়ে পুজোয় থাকুক নিষ্ঠা.....৩৪
শিলিগুড়িতে শিক্ষা-স্বাস্থ্য নতুন উদ্যোগ.....৩৫
পুজোর হাসি হোক দাঁতের যত্নে ঝলমলে.....৩৬
পুজোর হাসিতে ঝকঝকে দাঁত.....৩৬
পরিবেশ বাঁচলেই সার্থক হবে পুজো.....৩৭
আসক্তি ছাড়লেই মিলবে শান্তি.....৩৭
অনলাইন ছেড়ে দর্জির কাছে, মাপ দিয়ে চুড়িদার-ব্লাউজ
মিলছে নিখুঁত ফিটিং.....৩৮
শিলিগুড়ি ইসকনে বিমলা দেবীর বিশেষ পুজো,
প্রসাদ বিতরণ ও দূষণ রোধের বার্তা.....৫০
শতবর্ষে আনন্দময়ী কালিবাড়ি, বেঙ্গালুরুর নিউরোসার্জেনের
বিনামূল্যে চিকিৎসা; এবার চা-বাগানে শাড়ি
বিতরণের উদ্যোগ.....৫০
পুজোয় বস্ত্রদান ও জলসেবা, যানযট নিয়ন্ত্রনেও
উদ্যোগ হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির.....৫১
৪০০ মৃৎশিল্পীর হাতে ২০০০ প্রতিমা, রাস্তা-মাটি দাম নিয়ে
শিলিগুড়ি কুমোরটুলিতে সংকট.....৫১
১৯০১-এ বেলুড় মঠে স্বামীজির প্রথম দুর্গাপুজো,
জানালেন অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলাশাসক
পরিতোষ চক্রবর্তী.....৫২
শতবর্ষে আনন্দময়ী কালিবাড়ি, ৯৫ তম দুর্গাপুজোয়
২০০০ শাড়ি ও বিশেষ আয়োজন.....৫২
জলপান, স্নান ও যোগব্যায়ামে ৭০ এ সুস্থ অধীর পাল,
কানাডায় যাচ্ছে তাঁর তৈরি বুদ্ধমূর্তি.....৫৩



"Life is not simply to breathe and die.It is also not about celebrating someones victory or lamenting someones death.Life, in my opinion, was , is , and will continue to be. Nothing can exist without a life. This, I believe, is the reality of life.This very awareness is consciousness.The concept that life is this awareness ,it is non-differentiating, which was-is-will-be,even beyond life and death. "
Swami Debananda Maharaj



"জীবন শুধুমাত্র নিঃশ্বাস নেওয়া আর মৃত্যুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।জীবন আবার কারও জয় উদযাপন করা বা কারও মৃত্যুর জন্য শোকপ্রকাশ করার মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়। আমার মতে জীবন অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। জীবন ছাড়া কিছুই অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। এটই, আমার বিশ্বাস, জীবনের প্রকৃত সত্য। এই সচেতনতাই হলো চেতনা। জীবনের ধারণা হলো সচেতনতা-- যা ভেদাভেদহীন, যা অতীত-বর্তমান- ভবিষ্যৎ জুড়ে বিস্তৃত, যা জীবন ও মৃত্যুরও ঊর্ধ্বে। "

স্বামী দেবানন্দ মহারাজ।

সম্পাদকীয়

প্রকৃতি বাঁচলেই সার্থক দুর্গাপুজো



শারদোৎসবের আনন্দে চারদিক যখন সেজে ওঠে, তখন আমাদের মনে আসে মা দুর্গার আরাধনা। কিন্তু সেই আরাধনার সঙ্গে যদি প্রকৃতির প্রতি দায়িত্ববোধ না থাকে, তাহলে উৎসবের আসল অর্থই যেন কোথাও হারিয়ে যায়।

প্রকৃতি আমাদের মা। আর মা দুর্গা শক্তি, সুরক্ষা ও সৃষ্টির প্রতীক। তাই পরিবেশকে ভালোবেসে, প্রকৃতিকে রক্ষা করেই হওয়া উচিত দেবীর আরাধনা। পুজোর নামে রাস্তা-ঘাট নোংরা করা, প্লাস্টিকের যথেচ্ছ ব্যবহার, জলাশয় দূষিত করা কিংবা শব্দদূষণ বাড়িয়ে দেওয়া কখনই প্রকৃত অর্থে দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা হতে পারে না।

আমরা যদি একদিকে মাকে ফুল দিয়ে পুজো করি, আর অন্যদিকে সেই ফুল, প্লাস্টিক ও আবর্জনা দিয়ে চারপাশের প্রকৃতিকে নোংরা করি, তাহলে সেই পুজোর মধ্যে বিরাট বৈপরীত্য থেকে যায়।

এবারের দুর্গোৎসবে তাই আমাদের অঙ্গীকার হোক; পুজো হবে আনন্দের, কিন্তু পরিবেশবান্ধব। উৎসব হবে আলোর, কিন্তু প্রকৃতির ক্ষতি করে নয়।

মা দুর্গার কাছে শক্তি চাই, আর সেই শক্তি দিয়েই রক্ষা করি আমাদের নদী, গাছপালা, মাটি, জল ও বাতাসকে।

পরিবেশ ভালো থাকলেই মানুষের ভালো থাকা সম্ভব। আর প্রকৃতি ভালো থাকলেই সার্থক হবে আমাদের দুর্গাপুজো।

সকলকে শারদীয়া দিবস উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা :





কমলা সরকার

মতিলাল আবাসন, সুভাষ পল্লী, শিলিগুড়ি।

আমার ছোট বেলার দুর্গাপুজো

কমলা সরকার

(মতিলাল আবাসন, সুভাষ পল্লী, শিলিগুড়ি)



জীবন থেকে যখন একটা করে শরৎকাল খসে পড়ছে আর বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে চলেছি তবু শরতের নীল আকাশ -নদীরধারে কাশফুলের মেলা এবং শিউলি ঝরা ভোর দেখে মনটা সেই কোন সুদূর শৈশবে পৌঁছে যায় নিজের অজান্তে।মন আনন্দে ভরে ওঠে জগত জননী মা উমার মর্ত্যে আগমনের আর বেশী দেরি নেই এই ভেবে। আমাদের শৈশবে আড়ম্বর ছিল না কিন্তু আনন্দে ভরপুর থাকতো পূজোর কটা দিন। মনে পড়ে বাবার সাইকেলের পেছনে বসে বিধান মার্কেটে রাখাল কাকুর দোকান থেকে চুড়ি -মালা-লিপ স্টিক-কুমকুম-হেয়ার ব্যান্ড ইত্যাদি কিনে আনতাম।আর হেয়ার ব্যান্ড কেনা হোতো অনেক রকমের। আমরা তখন হেয়ার ব্যান্ডকে সরি ম্যাডাম বলতাম। সেসময় এত দোকান ছিল না। মহাবীর স্থানে চৌরঙ্গী আর বিধান মার্কেটে দেবব্রার্দাস-গোপালস্টোর্স আর কমলা স্টোর্স এই কয়েকটা ভালো দোকান। বিউটি পার্লারের তো কোন অস্তিত্ব ছিল না।পুজোর সময় চাইনিজ ছাঁট দিতে হতো বাবার ক্ষৌরকর্ম যিনি সারাবছর করতেন তাঁর কাছে। জল চৌকিতে বসে আর একটু নড়লেই বলতেন কান কাটা যাবে । তারপর নতুন জামা কেনার পালা। সেটা মায়ের সঙ্গে যেতাম। একটা কেনা জামা আর একটা মা নিজে হাতে তৈরি করে দিতো। তারপর বাবার সাইকেলের পেছনে বসে হিলকার্ট রোডের বাটাতে যাওয়া জুতো কেনার জন্য। প্রথমে হাত মুঠো করে মোজার মাপ দিয়ে তার পর জুতো কেনার পালা। দোকান থেকে বেলুন আর মুখোশ পেতাম উপহার স্বরূপ। জুতো কিনে বাড়িতে





ফিরে বিছানায় অভ্যাস করা হোতো হাঁটা যাতে ধুলো না লাগে।ঠাকুর দেখতে গিয়ে যাতে পায়ে ফোস্কা না পড়ে সেজন্য এই ব্যাবস্থা। জুতোর বাক্স পুতুল খেলার জন্য যত্ন করে রেখে দিতাম। তখন সবাই হেঁটে ঠাকুর দেখতে যেতো।আর পায়ে ফোস্কা পরার জন্য হাতে জুতো হাতে ঝুলিয়ে খালি পায়ে বাড়িতে ফিরতো। কী সুন্দর দৃশ্য তাইনা। আজকাল এই দৃশ্য চোখে পড়ে না। আমাদের পাড়া সুভাষ পল্লীতে তখন একটা পূজো হোত সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবে।ভারত সেবাশ্রম তখনো প্রতিষ্ঠা হয়নি। দিনের মধ্যে কতবার যে পূজো মন্ডপ আর বাড়ি দৌড়ে আসতাম আর যেতাম তার হিসেব ছিলনা। ছোট বন্দুকে লাল টিপের মতো ক্যাপ ফাটাতাম। বন্দুকে না ফাটলে পাথর দিয়ে ফাটানো হোতো।দশমীর দিন বিসর্জনে যেতাম কিন্তু ঘাটে ছোট দের নামতে দেওয়া হতো না। তখন হিল কার্ট রোড -বর্ধমান রোড-মহাবীরস্থান হয়ে মহানন্দায় গিয়ে বিসর্জন দেওয়া হত। দশমীর দিন মায়ের সিঁদুর ছোঁয়ানো আর ছোটদের বই মায়ের পায়ে ছোঁয়ানো হোতো।সব বাড়িতে তখন মা-ঠাকুমারা নাড়ু মোয়া গজা খাজা নিমকি ইত্যাদি তৈরি করতেন। রন্ধনের শিল্প কর্ম ওনাদের হাতের ছোঁয়ায় নূতন রূপ পেয়ে একাদশীর দিন সকালে যারা প্রণাম করতে যেতাম তাদের দেওয়া হত।এরই মাঝে একবার মন্ডপে ছুটতাম কিন্তু শূন্য বেদী দেখে মন ভারাক্রান্ত হয়ে যেত। আবার সেই এক বছর অপেক্ষা করতে হবে। সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবে একাদশীর দিন কাঙ্গালী ভোজন হোতো গুরুদের সাথে বসে কলার খোলায় ঢ্যাল ঢ্যালে খিচুড়ি খেতে বসে যেতাম বন্ধুরা মিলে কোনো দ্বিধা না করে। এবার মা উমার কাছ প্রার্থনা করি তিনি যেন তার সন্তানদের সুস্থ ও আনন্দে রাখবেন। অনেক কিছু ছিলো আমার ঝুলিতে পরের বারের জন্য রেখে লেখা শেষ করলাম।



কেনো এলে

অশোক রায় (পন্ডিচেরী)



এবার মুসাফির এক মাস বেনারসে কাটিয়ে ফিরে চলেছে।সে যেখানেই যাক না কেন, ফেরা তার ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসে। কারণ সফর শেষে সে তার নোটবুকে বিশেষ বিশেষ তথ্যগুলো লেখার সুযোগ পায়। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ,সবে শীত জাঁকিয়ে বসছে। তার পরনে ঢিলেঢালা জিনসের প্যান্ট এবং হাইনেক ফুল স্লীভ গেঞ্জী। বেশ গুছিয়ে বসার পর উল্টোদিকে বসা প্যাসেন্জারের দিকে তাকিয়ে দেখে প্রায় তারই বয়েসী বেশ স্মার্ট চেহারার একজন মন দিয়ে বই পড়ছে।

ব্যাগ থেকে নোট বুক বার করে নোট লেখা আরম্ভ করে মাঝে মাঝে জানালার দিকে তাকিয়ে বাইরের দৃশ্য যা ট্রেনের গতির সাথে দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে;এই দ্রুত দৃশ্যের পরিবর্তনটা সে খুব উপভোগ করে,কারণ সে দেখে যে তার মনে ভাবনার দৃশ্যের পরিবর্তনের গতি মাঝে মাঝে অনেক বেশি দ্রুত। আবার কখনও বাইরের দৃশ্যের দ্রুত পরিবর্তন হয়ে চলেছে কিন্তু তার মনের দৃশ্য স্থির অচলয়মান।সেই সময় তার চোখ বাইরের কিছুই দেখতে পায় না। চোখের দিকে তাকালেই দেখা যায় চোখ দুটি স্থির অপলকহিন।উল্টোদিকের সহযাত্রী বিষয়টি বুঝতে পেরে অপেক্ষা করছিলো। লেখক জানালা থেকে মুখ ঘুরিয়ে দেখে তার উল্টোদিকের সহযাত্রি তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে চোখ ঘোরাতেই ডান হাতটি বাড়িয়ে বলে নমস্কার,আমি আকাশ চৌধুরী। আপনার মনোযোগ ঘোরবার অপেক্ষায় ছিলাম। লেখক তার দু হাত বাড়িয়ে আকাশের হাতটি ধরে বলে,আমি সাগর ঘোষ।বলেই বলে এই ছোট্ট রেলের কামরায় এখন এই পৃথিবী অবস্থান করছে।আকাশ ঠিক বুঝতে পারেনা।সাগর বলে ,আরে ভাই আকাশ এবং সাগর যেখানে সেখানেতো পৃথিবীটাই এক্সিস্ট করছে।আপনি লেখক?লেখক কিনা জানিনা,তবে চেষ্টা করি যা দেখি,শুনি এবং অনুভব করি সর্বোপরি যে বিষয়টি আমাকে অনুপ্রাণিত করে সেগুলি লিখে রাখি। লেখা প্রকাশ করেন না?ইদানিং একটি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ হচ্ছে। আপনার কথা বলুন। আকাশ বলে আমি সাউথ ক্যারোলিনাতে থাকি। আমি ঐ দেশের নাগরিক। নিজের একটা এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ব্যবসা আছে।

ক্রমশঃ



আমার শৈশবের দুর্গাপুজো

শিবেশ ভৌমিক (সভাপতি, বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতি)



প্রথমে সকলকে জানাই শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। যে দুর্গাপুজো প্রতিটি বাঙালির মনে প্রানে রক্তে মিশে আছে এক চরম উদ্দীপনায় । আমরা যারা গ্রামে থাকি কাশের ফুল দেখে বুঝে যাই পুজো আসছে। কাশ বনে শ্বেত পাথরের মতো দেখা যায় পেখম তোলা ময়ূরীর মতো। আমরা অপেক্ষা করি পুরো একটি বছর । আজ আমি একজন ব্যবসায়ী হিসাবে লিখবো না, শুধু একজন প্রবীন বাঙালি হিসাবে কিছু স্মৃতিচারনা করবো। ব্যবসায় লাভক্ষতিতো আছেই , যা অবিরাম চলবে--কারও সুবিধা বা কারও অসুবিধা। লেখাতে শুধু ছোটবেলারই স্মৃতিচারনা করছি।

আমার জন্ম দার্জিলিং জেলার শেষ প্রান্ত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর গ্রামে। যে জায়গায় বিখ্যাত আনারস , যা গোটা বিশ্বে পরিচিতি দিয়েছে বিধাননগরকে। আমার জন্ম ১৯৬৫ সালে। সেই সময় আমাদের গ্রামে বিদ্যুতের আলো কল্পনার বাইরে। জ্বালানো হোতা কুপি , হ্যারিকেন , হ্যাজাক ইত্যাদি। এক দেড় মাস আগে থেকে পুজো মন্ডপের কাছেই চলতো প্রতিমা গড়ার কাজ। আমি সম্ভবত তখন টু-থ্রিতে পড়ি। প্রতিদিনের কাজ ছিলো এক-দুবার করে প্রতিমা দেখে আসা। প্রতিদিন প্রতিমা তৈরির কাজে অগ্রগতি ঘটলেও তা আমার চোখে ধরা পড়তো না। মনে হোত কবে প্রতিমা গড়ার কাজ শেষ হবে। জানা ছিলো না-- কবে শুরু হবে মহালয়া বা কোন ভোরে আকাশবানী থেকে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মহালয়ার অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবে।

এরপর একদিন আগে জানতে পারলাম, আগামীকাল ভোরে মহালয়ার অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবে। রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবতাম, কাল মহালয়ার অনুষ্ঠান শুনতে হবে, তাই ভোরে উঠতে হবে। মায়ের ডাকে ভোরে ঘুম ভাঙতো। চারদিক থেকে কানে শুনতে পেতাম -- ইয়া দেবী সর্বভুতেষু---। আমাদের বাড়ির উঠোনে মাদুর পেতে রেডিওর ধারেকাছে বাবা-মা । গুটি গুটি পা-য়ে আমিও।পাড়াতে যাদের রেডিও ছিলো না, তারাও এসে হাজির হোত। এটা যে কি আনন্দ, লেখার ভাষা নেই। মহালয়া শুনতাম কিন্তু বুঝতাম না কিছুই। আমাদের থেকে যারা একটু বড় তারা সারা রাত জেগে রান্না করে খেতো, কারও বাড়ির ডাব সব্জি চুরি করার একটি রেওয়াজও ছিলো। মহালয়া শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোড়জোড় শুরু হোত জামাকাপড়ের। যাদের ইতিমধ্যে হয়ে যেতো, তারা খুশিতে থাকতো। আমরা যারা তখনও পাইনি,

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

উৎসবের দিনগুলোতে আনন্দে মেতে ওঠার সঙ্গে পরিবেশও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
পুজোর মধ্যে নদী যাতে কোনোভাবেই দূষিত না হয় সেদিকে নজর রাখুন
পরিবেশ প্রকৃতি ভালো রাখলেই কিন্তু দেবী পুজো সার্থক হবে

উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা ট্রাস্ট







জ্যোৎস্না আগরওয়ালা এবং সকল সদস্যসদস্যাবৃন্দ।



বাবা-মায়ের কাছে প্রতিদিনই আব্দার বেড়ে যেতো। সম্ভব-অসম্ভবের জ্ঞান তখন ছিলো না। তবুও বাবা চেষ্টা করতো আমাদের খুশি করার। এরপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো ষষ্ঠী-- প্রতিমা প্রান লাভ করতো ব্রাহ্মনের মাধ্যমে। বাজতো ঢাকঢোল, কাঁসর, শঙ্খ। এসব শব্দে বুকের মধ্যে যে অনুভূতি হোত, আমরা গ্রামের মানুষরা প্রত্যেকই বুকের ভিতরে আনন্দ অনুভব করতাম। মন্ডপের সামনে মেলা হোত, থাকতো পাঁপড় ভাজা, পকোরা, বিভিন্ন খেলনা ও বেলুন। তখন প্রচলিত ছিলো কম শব্দের চকোলেট বোম আর লঙ্কা বোম। এছাড়া ছোটদের ক্যাপ ও বন্দুক। আমাদের মতো কিছু দুষ্টু ছেলেমেয়ে ছিলো তারা অন্ধকারে উনুনগুলোতে লঙ্কা বোম ফেলে ফেলে যেতো। যখন ফটাস ফটাস করে লঙ্কা বোমগুলো ফাটতে শুরু করতো আমরা তখন দূর থেকে হেসে লুটোপুটি খেতাম। এরমধ্যে দুএকদিন যাত্রা-পালাও হোত। পাড়ার বয়োজ্যেষ্ঠরা নিজেরা অভিনয় করতো।মন্ডপের সামনে মঞ্চ করা হোত, থাকতো চারপাঁচটি হ্যাজাক। মাঝেমাঝে তেল ঢালো আর হাওয়া দাও। যাত্রাপালা চলতো অনেক রাত পর্যন্ত। মঞ্চের সামনে বসার জন্য আমাদের চলতো প্রতিযোগিতা। কেউবা বস্তা, কেও চাদর ইত্যাদি পেতে জায়গা দখল করে রাখতো। যাত্রাপালা দেখতে দেখতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়তাম মায়ের কোলে---------। অষ্টমী পুজোর অঞ্জলিতে ব্রাহ্মণ কি বলতো, বুঝতেই পারতাম না। হাতে ফুল নিয়ে মুখে বিড়বড় করে একসময় মায়ের পায়ে ছুঁড়ে দিতাম। ধীরে ধীরে কখন যে দশমীপুজো আসতো, চলতো মায়েদের সিঁদুর খেলা, আজকের মতোই। সিঁদুর খেলার সঙ্গে মায়েদের মিষ্টি মুখের পালাও চলতো। সত্যি কথা বলতে কি, দুর্গা মায়ের বিসর্জনের স্মৃতি কিছুতেই মনে করতে পারছি না। শুধু বুঝতে পারি, আবার অনেকদিনের অপেক্ষা।

ব্যবসায়ীরা অনেকে আশা করেন, দুর্গাপুজোয় একটু আলাদা লাভের সম্ভাবনা হবে। অনেক ব্যবসায়ী দুঃখও পায় , পুজোর চাঁদা দিতে হয় কমবেশি আমাদেরকেই।কিন্তু অনেক ক্রেতা অনলাইনে ক্রয় করে তাদের চাহিদা মেটায়। সে লভ্যাংশগুলো আমাদের হাতে না এসে চলে যায় বড় বড় কর্পোরেট সংস্থার হাতে। যাই হোক ক্রেতাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, আপনি আপনার পরিচিত বা পাশের দোকান থেকে যদি জিনিসপত্র কিনে থাকেন, তাহলে হৃদয় দিয়ে বিক্রেতারা সারা বছর আপনাদের সঙ্গেই থাকবেন। বিক্রেতারা আপনার সুখে দুঃখে সবসময় সাথি হয়েই থাকতে চান। সবশেষে একটি কথা না লিখলে আমি আমার অপরাধ নিজেই ক্ষমা করতে পারবো না। সেটিহচ্ছে, খবরের ঘন্টার সম্পাদক বাপি ঘোষ মহাশয়। যার প্রেরনায় আমার এই কাগজ কলম।

একবারে সবার শেষে আরও বলি, দুর্গা পুজো ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার , ভারতের এবং পৃথিবীর সকলের কাছে শুভ হয়ে উঠুক -এটাই থাকলো ওপরওয়ালার কাছে আমার প্রার্থনা।

SILIGURI END SMILE SOCIAL WELFARE SOCIETY

Reg. No. S0007690 of 2019-2020

'মানুষের সাথে মানুষের পাশে'

আমরা আছি, আমরা থাকবো

ভারতীয় সেনা বাহিনীর জওয়ান দ্বারা পরিচালিত শিলিগুড়ি এণ্ড স্মাইল পরিবার। এই পরিবারে তিনটি স্কুল চলছে যেখানে ১২০ জন দরিদ্র অসহায় পরিবারের ছোট্ট ছোট্ট শিশুকে শিক্ষার আলোতে আলোকিত করতে এগিয়ে এসেছে এই পরিবার। এছাড়া এণ্ড স্মাইল পরিবার সমাজের অসহায় মানুষের সেবাতে তৎপর।

আপনারাও চাইলে এই ছোট ছোট শিশুদের পাশে দাঁড়াতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। আপনাদের দেওয়া সাহায্য পুরোপুরি ইনকাম ট্যাক্স ছাড় পাবে।

যোগাযোগ করুন এই নম্বরে - ৭৯০৮৮৪৬৫৮১/7908846581

Siliguri End Smile Social Welfare Society

SBI A/C : 39797661125

IFSC CODE, SBIN0014549

Google pay, phonepe no 7908846581







বাঙালির দুর্গা পূজা নিয়ে কিছু কথা

ড.অসমঞ্জ সরকার

(অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গেট)

শরতের নীল আকাশে ভেসে বেড়ায় মেঘ, জুঁই বেলির মিষ্টি সুবাসে মন হারিয়ে যায় সুদূরে। বোঝা গেলো প্রকৃতি প্রস্তুত মাকে বরণ করে নেবে বলে।

এবারে একটু পেছনের দিকে যাওয়া যাক। দুর্গা পূজার কিছু পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক তথ্য খুব ছোট্ট করে তুলে ধরবো। মার্কেণ্ডেয় পুরাণ অনুসারে যুদ্ধে পরাজিত রাজা সুরথ ও সম্পত্তিচ্যুত সমাধি বৈশ্য ঋষি মেধার (সুমেধা) শরনাপন্ন হয়ে তাঁদের ভাগ্য ফিরে পেতে ঋষির পরামর্শে মেধস মুনির আশ্রমে বসন্তকালে দেবী দুর্গার পূজা করেছিলেন। এটিই পৃথিবীর প্রথম দুর্গা পূজা।



শারদীয় দুর্গোৎসব এই উপমহাদেশে সর্বপ্রথম শুরু হয় রাজশাহীর বাগমারার তাহেরপুর এর রাজা কংস নারায়ণ রায়ের(রায়বাহাদুর) হাত ধরে ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে (৮৮৭ বঙ্গাব্দ) । প্রায় ৮ থেকে ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করে দুর্গা পূজার শুভ সূচনা করেছিলেন। এই হিসাবে প্রায় ৫০০ বছর আগে তিনিই দুর্গোৎসবের প্রথম প্রচলন করেছিলেন ।

তবে শরৎকালীন দুর্গা পূজা সর্বোচ্চ প্রসার ও প্রচার লাভ করে ১৭৫৭ সালে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের প্রথম দুর্গা পূজার মধ্য দিয়ে ।

১৭৬০ সালে (মতান্তরে ১৭৯০ সালে) হুগলি জেলার গুপ্তি পাড়ার বারোজন ব্রাহ্মণ যুবকের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছিল প্রথম বারোয়ারি দুর্গা পূজা। আর কলকাতায় এর প্রচলন হয় রাজা হরিনাথ রায়ের হাত ধরে কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে। সেদিনের সেই বারোয়ারি কথাটিই ধীরে ধীরে আজকের সর্বজনীন বা সার্বজনীন এ রূপান্তরিত হয়ে গেছে।





Service to Humanity is Service to God

PURNIMA BASU MEMORIAL TRUST
পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট

Govt. Regtn. No. : IV/0711-00044

দুঃস্থ, অসহায় ও আর্ত মানুষের সেবায় নিবেদিত একটি মানবকল্যাণ সংস্থা

অফিস ঃ 'আনন্দভিলা', বঙ্কিম সরণী, লেকটাউন পূর্ব, পোঃ শিলিগুড়ি টাউন, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০৪

শাখা ঃ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি (নাথুয়া)

পুনরায়
৭০ লক্ষ টাকা
দানে সমাজসেবায় ব্রতী



পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের চেয়ারম্যান নীতিশ বসু

শিলিগুড়ি শহর বা সংলগ্ন এলাকায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দ্বারা বৈধভাবে পরিচালিত বৃদ্ধাশ্রম, প্রতিবন্ধী আশ্রম, অনাথ আশ্রম, মহিলা কল্যাণ আশ্রম অথবা চ্যারিটেবল হেল্‌থ কাম ওয়েলনেস সেন্টারের গৃহের জন্য 'পূর্ণিমা বসু স্মৃতি ভবন'নির্মাণ উপলক্ষে ৭০ (সত্তর) লক্ষ টাকা বিশেষ আর্থিক অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট।

বিষয়টি সর্বপ্রথম 'খবরের ঘন্টা'-কে জানান শিলিগুড়ির বরিষ্ঠ সমাজকর্মী ও ট্রাস্টের চেয়ারম্যান নীতিশ বসু। আগ্রহী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা/সংগঠনকে সত্বর যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। বিকল্প সেবামূলক প্রকল্পের প্রস্তাবও বিবেচনা করা হবে।

নীতিশ বসুর এই উদ্যোগের মূল ভাবনা;সৎকর্মের মাধ্যমে সমাজের মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রকৃত সেবার কাজে অনুপ্রাণিত করা।

ইতিপূর্বেও নীতিশ বসু ৭০ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়ে শিলিগুড়ির ভক্তিনগরস্থিত আনন্দ মার্গ আশ্রমের একটি স্কুল ভবন নির্মাণে ব্রতী হন। ৩ আগস্ট ২০২৫ তারিখে আশ্রমে 'পূর্ণিমা বসু স্মৃতি ভবন'-এর শুভ শিলান্যাস অনুষ্ঠিত হয়।

সমাজসেবায় ট্রাস্টের উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ

০৮/০৩/২০২১ নীতিশ বসুর দানকৃত এক কোটি দশ লক্ষ টাকা ট্রাস্টের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করে (আয়কর আইন মেনে) সেবামূলক কাজের শুভ সূচনা হয়।

১৫/০৮/২০২১ দার্জিলিংয়ের মহারানী অডিটোরিয়ামে ২০ জন দুস্থ নেপালি ছাত্রীর মধ্যে ১ লক্ষ টাকা সাহায্য বিতরণের মাধ্যমে দার্জিলিং শাখার উদ্বোধন।

১৫/০৮/২০২১ ডুয়ার্সের নাথুয়ায় ১০০ জন দুস্থ বিধবার মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা সাহায্য বিতরণের মাধ্যমে ডুয়ার্স শাখার উদ্বোধন।

০৩/১২/২০২০ শিলিগুড়ির সানরাইজ ক্লাবে করোনা মহামারির সময় ২০ জন দুস্থ প্রতিবন্ধীর মধ্যে ১ লক্ষ টাকা সাহায্য বিতরণের মাধ্যমে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন ও প্রতিবছর একই ভাবে এই দিবসটি পালন।

৩০ এপ্রিল ২০২১ সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুস্থদের জন্য অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার শুভ উদ্বোধন।

২০/০৩/২০২২ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের অ্যানাটমির বিভাগীয় প্রধানের হাতে নীতিশ বসুর মরণোত্তর দেহদানের অঙ্গীকারপত্র তুলে দেওয়া হয়।

শারীরিক অসুস্থতা উপেক্ষা করে নীতিশ বসু;মানবতার সেবাই প্রকৃত ঈশ্বর সেবাদ;এই ব্রতকে পাথেয় করে দীর্ঘ দিন ধরে দৃষ্টান্তমূলক সেবা কাজ করে চলেছেন। গত ৩১ জুলাই তাঁর ৮১তম জন্মদিনটি শুভাকাঙ্ক্ষী ও সহযোগী সমাজকর্মীদের উপস্থিতিতে ট্রাস্টের অফিসে অনাড়ম্বরভাবে পালন করা হয়।

যোগাযোগ ৯৩৩২৯৩২৪৯৯

দেবী দুর্গার হাতে ঘন্টা থাকে কেন ?

শিবানন্দ ভক্ত

দেবী দুর্গার হাতে থাকা ঘণ্টা শুধু একটি বাদ্যযন্ত্র বা পূজার সামগ্রী নয়;হিন্দু শাক্ত ঐতিহ্যে এটি শব্দশক্তি, জাগরণ, পবিত্রতা, অশুভ বিনাশ এবং দেবীশক্তির আহ্বানের প্রতীক। তবে একটি বিষয় মনে রাখা ভালো দেবীর দশ হাতে যে অস্ত্রগুলি দেখা যায়, তার ব্যাখ্যা বিভিন্ন পুরাণ, তন্ত্র ও আঞ্চলিক শিল্প-পরম্পরায় কিছুটা ভিন্ন হতে পারে।

দেবী দুর্গার হাতে ঘণ্টার অর্থ কী?

দেবী দুর্গার দশ হাতে সাধারণত বিভিন্ন দেবতার প্রদত্ত অস্ত্র ও শক্তির প্রতীক দেখা যায়। ঘণ্টা বিশেষভাবে শব্দ বা নাদশক্তির প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যাত।

ভারতীয় আধ্যাত্মিক দর্শনে শব্দকে অত্যন্ত শক্তিশালী বলে মনে করা হয়। 'নাদ' বা মহাজাগতিক ধ্বনির ধারণার সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে। তাই ঘণ্টাধ্বনি শুধু কানে শোনা একটি আওয়াজ নয়;এটি প্রতীকী অর্থে চেতনাকে জাগিয়ে তোলার আহ্বান।

ঘণ্টা যেন বলে--জাগো, সচেতন হও, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এগিয়ে চলো।

১. ঘণ্টা কীভাবে অশুভ শক্তি দমন করে?

এখানে 'অশুভ শক্তি'কে শুধু কোনও অদৃশ্য দানব হিসেবে দেখলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

শাক্ত দর্শনে অশুভের মধ্যে থাকতে পারে--ভয়,অজ্ঞানতা, নেতিবাচক চিন্তা,অহংকার,হিংসা,লোভ,ক্রোধ,হতাশা,তমোগুণ

ঘণ্টাধ্বনির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় এই অন্ধকারের বিপরীতে আসে সচেতনতা ও জাগরণ।

অর্থাৎ ঘণ্টা অশুভকে কোনও যান্ত্রিক অস্ত্রের মতো আঘাত করে ধ্বংস করে;এমন বৈজ্ঞানিক দাবি করা ঠিক নয়।

বরং ধর্মীয় প্রতীকে ঘণ্টা অশুভ ও অচেতনতার বিরুদ্ধে জাগরণের প্রতীক।

২. দেবী কেন ঘণ্টা বাজালেন?

দেবী দুর্গার মহিষাসুরমর্দিনী রূপের সঙ্গে ঘণ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ পৌরাণিক সম্পর্ক রয়েছে।দেবী মাহাত্ম্য বা চণ্ডী-র বর্ণনায় দেবী যুদ্ধের সময় যে ভয়ংকর শব্দ সৃষ্টি করেন, তার মধ্যে ঘণ্টাধ্বনির বিশেষ উল্লেখ আছে। দেবীর ঘণ্টার শব্দ অসুরদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে এবং দেবীর শক্তির প্রকাশ ঘটায়।অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে ঘণ্টা ছিল শুধু সংকেত নয়;দেবীর ঐশ্বরিক শক্তির শব্দরূপ।

এখানে একটি সুন্দর প্রতীকী ব্যাখ্যা দাঁড়ায়-- অসুরের শক্তি যেখানে অন্ধকার ও অহংকারের প্রতীক, দেবীর ঘণ্টাধ্বনি সেখানে চেতনা ও শক্তির জাগরণের প্রতীক।

৩. দশ অস্ত্রের মধ্যে ঘণ্টা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

দেবীর দশ হাতকে যদি মানুষের জীবনের দশ ধরনের শক্তির প্রতীক হিসেবে দেখি, তাহলে প্রতিটি অস্ত্রের আলাদা তাৎপর্য রয়েছে।

যেমন--ত্রিশূল তিন গুণ ও অশুভ শক্তির উপর নিয়ন্ত্রণের প্রতীক।চক্র -- সময় ও ধর্মের গতির প্রতীক।খড়্গ ; অজ্ঞানতা ছেদ করার প্রতীক।

ধনুক-বাণ -- লক্ষ্য ও একাগ্রতার প্রতীক।গদা -- শক্তি ও দৃঢ়তার প্রতীক।শঙ্খ - পবিত্র ধ্বনি ও আহ্বানের প্রতীক।পদ্ম -- পবিত্রতা ও আত্মিক বিকাশের প্রতীক।ঘণ্টা -- জাগরণ, নাদ ও চেতনাশক্তির প্রতীক

অর্থাৎ অন্যান্য অস্ত্র যেখানে কর্মের শক্তি বোঝায়, ঘণ্টা সেখানে অনেকটা চেতনার শক্তিকে প্রকাশ করে।

৪. ঘণ্টা না থাকলে কী হতো?

দেবীর শক্তি ঘণ্টার উপর নির্ভরশীল;হিন্দু দর্শন এমন কথা বলে না।

বরং প্রতীকীভাবে বলা যায়--অস্ত্র ছাড়া যুদ্ধ অসম্পূর্ণ হতে পারে, কিন্তু ঘণ্টা ছাড়া সেই যুদ্ধের 'জাগরণের বার্তা'টি যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

দেবীর হাতে খড়্গ অশুভকে ছেদ করে, ত্রিশূল অশুভ শক্তিকে দমন করে; আর ঘণ্টা যেন মানুষকে বলে--তুমি নিজেও জাগো।

এই কারণে ঘণ্টাকে কেবল যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে না দেখে জাগরণের অস্ত্র হিসেবে দেখলে এর তাৎপর্য আরও গভীর হয়।

৫. মন্দিরে ঢোকার সময় ঘণ্টা বাজানো হয় কেন?

মন্দিরে প্রবেশের সময় ঘণ্টা বাজানোর পিছনে একাধিক ধর্মীয় ব্যাখ্যা রয়েছে।

১. দেবতাকে নিজের আগমনের জানান দেওয়া

প্রাচীন উপাসনা-পদ্ধতিতে ঘণ্টাধ্বনি ছিল দেবতার সামনে উপস্থিতির একটি প্রতীকী ঘোষণা।

২. মনকে একাগ্র করা

মন্দিরে ঢোকার আগে মানুষ নানা চিন্তা নিয়ে আসে;সংসার, কাজ, অর্থ, সমস্যা, দুশ্চিন্তা।

একবার ঘণ্টা বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে মন যেন বলে--এখন আমি প্রার্থনার মধ্যে প্রবেশ করছি।

৩. পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টি

ঘণ্টার ধ্বনি মন্দিরের পরিবেশকে পূজার উপযোগী করে তোলে; এমন বিশ্বাস বহু শতাব্দী ধরে প্রচলিত।

৪. শব্দের মাধ্যমে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা

ঘণ্টার দীর্ঘ প্রতিধ্বনি মানুষের মনকে কয়েক মুহূর্তের জন্য বাইরের শব্দ থেকে সরিয়ে একটি নির্দিষ্ট ধ্বনির দিকে নিয়ে আসে।এটি আধ্যাত্মিক অনুশীলনের দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ।

৬. ঘণ্টা ও 'ওঁ'-এর মধ্যে কি কোনও সম্পর্ক আছে?

হিন্দু দর্শনে 'ওঁ' বা প্রণবকে মহাজাগতিক নাদের প্রতীক হিসেবে ধরা হয়।মন্দিরের ঘণ্টা বাজলে যে দীর্ঘ ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হয়, অনেক সাধক সেটিকে নাদব্রহ্মের স্মরণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন।অর্থাৎ ঘণ্টার ধ্বনি আমাদের মনে করিয়ে দেয়--এই জগৎ শুধু দৃশ্যমান বস্তু নয়; শব্দ, স্পন্দন ও চেতনারও একটি গভীর মাত্রা রয়েছে।এটি একটি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা; ঘণ্টাধ্বনি আক্ষরিকভাবে 'ওঁ' সৃষ্টি করে;এমন বৈজ্ঞানিক দাবি নয়।

৭. ঘণ্টা কি নেতিবাচক শক্তি দূর করে?

ধর্মীয় বিশ্বাসে ঘণ্টাধ্বনিকে অশুভ বা নেতিবাচক প্রভাব দূরকারী বলে মনে করা হয়।কিন্তু এর একটি সুন্দর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও রয়েছে।

ধরা যাক, একজন মানুষ মন্দিরে ঢুকলেন অত্যন্ত দুশ্চিন্তা নিয়ে।তিনি ঘণ্টা বাজালেন।টং--একটি পরিষ্কার, তীব্র শব্দ হলো।তারপর সেই শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।এই কয়েক সেকেন্ডে মানুষের মন স্বাভাবিকভাবেই সেই শব্দের দিকে যায়।অর্থাৎ ঘণ্টা একটি মনোযোগের মুহূর্ত তৈরি করে।

সেই অর্থে ঘণ্টা আমাদের ভিতরের 'অশুভ';অস্থিরতা, ভয়, অমনোযোগ, নেতিবাচক চিন্তা;এর বিরুদ্ধে কাজ করার একটি প্রতীকী মাধ্যম।

৮. ঘণ্টার আকৃতিরও কি কোনও প্রতীকী অর্থ আছে?

অনেক হিন্দু মন্দিরের ঘণ্টার উপরিভাগে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতীক, দেবদেবীর চিহ্ন বা অলংকরণ দেখা যায়।ঘণ্টার নীচের ফাঁকা অংশ থেকে ধ্বনি বেরিয়ে আসে।এটিকে কেউ কেউ প্রতীকীভাবে ব্যাখ্যা করেন;শূন্যতার মধ্য থেকেই নাদের প্রকাশ।অর্থাৎ ভিতরে যতটা নীরবতা, তার মধ্য থেকেই শব্দের জন্ম।

এই ধারণাটি ভারতীয় দর্শনের নাদ ও শূন্যতা সম্পর্কিত বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ভাবনার সঙ্গে মিল খুঁজে পায়।

৯. দুর্গার হাতে ঘণ্টা এবং মন্দিরের ঘণ্টা;দুটির মধ্যে কী সম্পর্ক?

খুব সুন্দর একটি ধারাবাহিকতা রয়েছে।দেবীর হাতে ঘণ্টা মহাশক্তির জাগরণমন্দিরের ঘণ্টা মানুষের অন্তরের জাগরণ

দেবীর হাতে ঘণ্টা যেন বলে-- অশুভের বিরুদ্ধে শক্তি জাগাও।মন্দিরের ঘণ্টা যেন বলে-- নিজের ভিতরের শক্তিকে জাগাও।

এই কারণেই ঘণ্টা শাক্ত উপাসনায় এত গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হয়ে উঠেছে।

১০. হিন্দু সমাজে ঘণ্টা এত প্রচলিত কেন?

এর পিছনে কয়েকটি কারণ একসঙ্গে কাজ করেছে;ধর্মীয় ঐতিহ্য , পৌরাণিক প্রতীক , শব্দের আধ্যাত্মিক ধারণা ,পূজার আচরণ, মানুষের মনস্তত্ত্ব।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মন্দিরে ঘণ্টা বাজানোর অভ্যাস মানুষের ধর্মীয় সংস্কৃতির অংশ হয়ে গেছে।ফলে আজ ঘণ্টা দেখলেই মানুষের মনে মন্দির, পূজা, আরতি, দেবতা এবং পবিত্রতার ধারণা জেগে ওঠে।

সবচেয়ে গভীর কথাটি কী?

দেবীর হাতে থাকা ঘণ্টাকে যদি একটি বাক্যে ব্যাখ্যা করতে হয়, আমি বলব--দেবীর ঘণ্টা বাইরের অশুভকে শুধু তাড়ানোর প্রতীক নয়; এটি মানুষের ভিতরের অজ্ঞানতা ও অচেতনতার ঘুম ভাঙানোর আহ্বান।

দেবীর দশ হাতের অস্ত্রগুলোকে তাই শুধু যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে দেখলে এর গভীরতা কমে যায়।

ত্রিশূল শক্তির কথা বলে।খড়্গ জ্ঞানের কথা বলে।

চক্র সময়ের কথা বলে।পদ্ম পবিত্রতার কথা বলে।আর ঘণ্টা বলে;'জাগো।'

আর সেই কারণেই মন্দিরে ঢুকে যখন একজন মানুষ ঘণ্টা বাজান, তখন সেটি শুধু টং শব্দ নয়।

আধ্যাত্মিক অর্থে সেটি যেন নিজের কাছেই একটি প্রশ্ন--আমি কি সত্যিই জেগে আছি?



সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

শিবেশ ভৌমিক







সভাপতি, বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতি
শিলিগুড়ি মহকুমা, দার্জিলিং

অণু গল্প

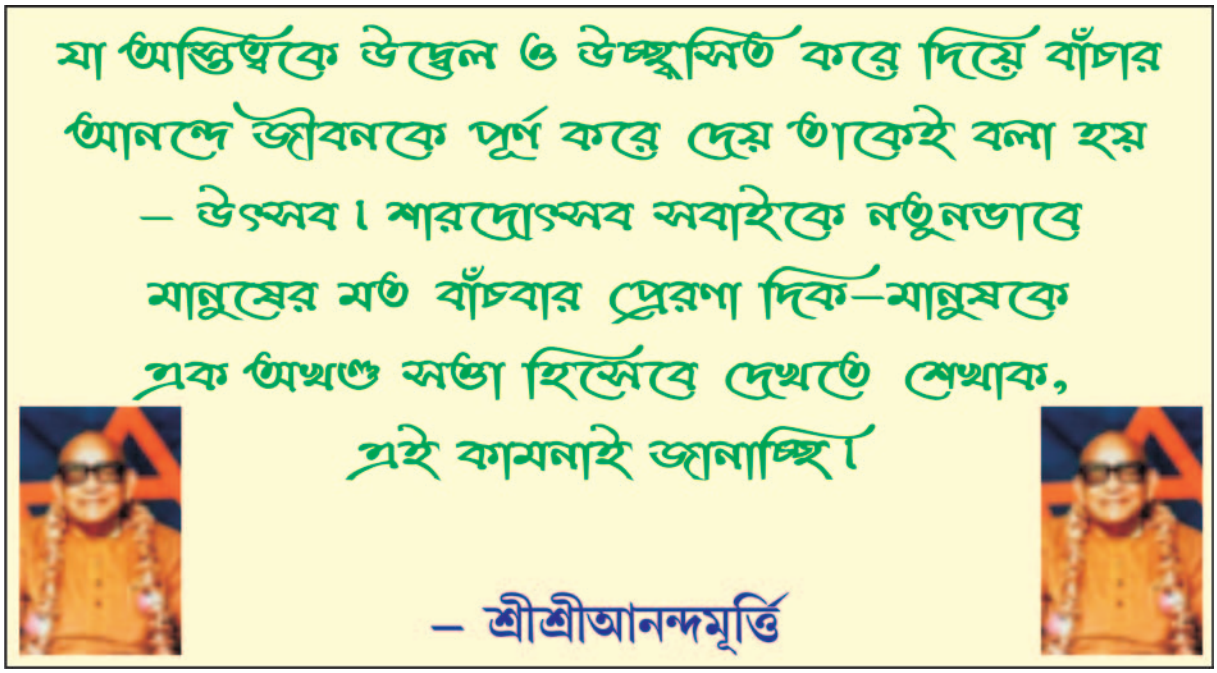
ঠোঙা



উত্তম দত্ত (ছন্নছাড়া)

আদর্শ পরিবেশ বান্ধব গ্রাম হিসেবে নিমতিতা গ্রামের নাম গ্রিনিজ বুকে নথিভুক্ত হওয়া এখন কেবলই সময়ের অপেক্ষা। আর এই কৃতিত্ব অর্জনে যে মানুষটার অবদান অনস্বীকার্য তিনি হলেন মৃত্যুঞ্জয় হালদার। পেশায় তিনি ছিলেন একজন প্রাইভেট শিক্ষক, টিউশনি পড়ানোর সাথে সাথে নিজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গ্রামের হাটে-বাজারে, সেইসাথে গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহারের কুফল এবং ব্যবহারে পরিবেশে এর কি কুপ্রভাব পরে সেই নিয়েই প্রচার চালাতেন। প্রথম প্রথম গ্রামের মানুষ তাকে নিয়ে টিটকিরি করতো, সেইসাথে গ্রামের রাজনীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের কম শাসানি শুনতে হয়নি। কিন্তু হালদার স্যার ছিলেন নিজের কর্তব্যের প্রতি অবিচল। গ্রামের দোকানদারেরা এক রাতে তাকে একা পেয়ে পিটিয়ে বেহুঁশ করে দেয়। এতেও তিনি ভয় না পেয়ে নিজের কাজ করে যান। এরপর তিনি বুঝতে পারেন, নিজের হাতে শাসনব্যবস্থার ক্ষমতা না থাকলে এই মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করা খুবই দুরুহ ব্যাপার। সেইসাথে গ্রামের মানুষজনকে পরিবেশ শিক্ষায় শিক্ষিত না করতে পারলে এ-সব কিছুই করা যাবে না। দেখতে দেখতে পঞ্চায়েত ভোট এসে গেলে, নিজের স্ত্রীর গয়না বিক্রি করে দাঁড়িয়ে পড়েন ভোটে। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে ভোটের প্রচার করেন এই বলে, ক্ষমুআমাদের এই গ্রামকে আদর্শ পরিবেশ বান্ধব গ্রাম তৈরি করতে চাই সকলের সহযোগিতা ও আপনাদের অমূল্য ভোট। কিন্তু ভোটপর্ব শেষ হওয়ার পর গণনার আগের দিন রাতে আততায়ীরা তার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। সেই আগুনেই ছাই হয়ে যায় হালদার দম্পতির জীবন। কিন্তু স্যারের দেখানো স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে এগিয়ে আসে তাঁরই ছাত্রী উর্মিলা। তার নেতৃত্বেই শুরু হয় সমাজ গঠনের আন্দোলন।

বর্তমানে তার ফলাফল এখন তাদের সামনে। সরকারের পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে প্লাস্টিক বর্জিত গ্রাম হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর গ্রামের অধিবাসীরা পেয়েছে এক নতুন পেশা। ঘরে বসে কাগজের ঠোঙা বানিয়ে বিক্রি করা। আর এই পেশায় উর্মিলা নিজেও জড়িত। কারণ, পঞ্চায়েত সদস্য হিসেবে সরকারের কাছ থেকে পাওয়া অর্থে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করা খুবই কষ্টকর। প্রতিদিনের মতো আজও বিকেলে ঠোঙা বিক্রি করে পুরনো বই-খাতা, খবরের কাগজ কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরে এসে রাতে ঠোঙা বানানোর সময় একটা পুরনো বইয়ের ভেতরে একটা লটারির টিকিট দেখতে পায়। টিকিটটা কিছুক্ষণ উল্টেপাল্টে দেখে আবেগের বশে নিজের মোবাইলে টিকিটের ফলাফল দেখে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলো না উর্মিলা। সারাজীবন পরিশ্রম করেও যা কল্পনা করতে পারেনি, আজ ঠোঙা বানানোর পেশাই তার জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিলো। আর স্যারের দেখানো পথ চলার পুরস্কার পেয়ে, স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে...



অণু গল্প

মাটি-টাকা, টাকা-মাটি

বাপি ঘোষ



শিলিগুড়ির আশ্রমপাড়ার ডাঃ নিস্কাম কর্মকার;বয়স ৫৮, এমবিবিএস, এমডি। বিত্তশালী চিকিৎসক হয়েও তাঁকে দেখলে মনে হয় এক সাধুসুলভ সাধারণ মানুষ।

অভাবের সংসারে বড় হয়েছেন। দিদিমার ত্যাগে পড়াশোনা করে ডাক্তার হয়েছেন। ছোটবেলাতেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 'মাটি টাকা, টাকা মাটি' বাণী তাঁর মনে গেঁথে যায়। অর্থ তাঁর কাছে প্রয়োজন, কিন্তু জীবনের লক্ষ্য নয়।

তাই সামর্থ্যবান রোগীর কাছ থেকে মাত্র ৩০০ টাকা নেন, অধিকাংশ মানুষকে প্রায় বিনামূল্যে চিকিৎসা করেন। নিজের উপার্জনের বড় অংশ ব্যয় করেছেন ছোট ভাইদের স্বনির্ভর করতে এবং বাবাকে জমি কিনতে সাহায্য করেছেন। নিজের মেয়ের বিয়ের চিন্তা থাকলেও নিজের প্রাপ্যের কথা ভাবেননি।

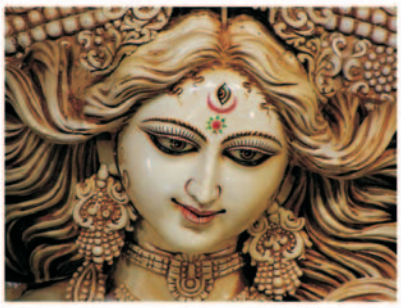
লোকের কাছে তিনি 'বোকা'। কিন্তু নিস্কাম বলেন, মানুষ খালি হাতে আসে, খালি হাতেই যায়;সঙ্গে থাকে শুধু সুকৃতি।

তিনি মনে করেন, মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ সোনা নয়, গাছ ও অক্সিজেন।

দুর্গাপূজার বিসর্জনের দিন নিঃশব্দে বিদায় নিলেন নিস্কাম। রেখে গেলেন এক শিক্ষা;জীবন থেকে কতটা পেলাম নয়, জীবনকে কতটা দিতে পারলাম, সেটাই আসল।

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

অসমঞ্জ সরকার









শিবমন্দির

ইউনিভার্সিটি এভিনিউ, গেট নম্বর ২, পোঃ এন বি ইউ

মোবাইল নম্বর ঃ ৯৬৩৫৫২২৬৪১

অরণ্যই অক্সিজেনের শক্তি

অণু গল্প

অর্চনা মিত্র
(বাঘাযতীন কলোনি,শিলিগুড়ি)



শহরের নাম আলো নগর, সেখানে আলো থাকলেও বাতাস নেই,, ঝিলিক প্রতিদিন সকালে মাস্ক পড়েই স্কুলে যায়, তার বাবা ডাক্তার তিনি বলেছেন, বাতাসে বিষ আছে,

একদিন স্কুলের শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন অক্সিজেন কোথা থেকে আসে? সবাই চুপ, ঝিলিক উত্তর দিল সিলিন্ডার থেকে, শিক্ষক হেসে বললেন না, অক্সিজেন গাছ থেকেই আসে।

ছুটির পরে ঝিলিক তার দাদুকে সব বললেন, দাদু তখন নাতনিকে বললো তোমার শিক্ষক মহাশয় ঠিক বলেছেন, আর শোনো আমাদের ছোট বেলায় এই শহরটাই ছিল অরণ্য। সেই সব গাছ কেটে আমরা বাড়ি বানিয়েছি কলকারখানায় পরিণত করেছি, তাইতো অক্সিজেন হারিয়ে গিয়েছে, এখন আমরা অসুস্থ, নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধা হলে অক্সিজেন কিনে আনতে হয়।

ঝিলিক বলে ,দাদু তাহলে আমাদেরতো গাছের দরকার ।দাদু বলে-- অবশ্যই, ঝিলিকের মনে জেদ চেপে গেল, সে তার জমানো টিফিনের টাকা দিয়ে পরের দিনই দুটি গাছের চারা কিনে নিয়ে এলো, সে বারান্দার এক কোনায় টবে গাছ লাগিয়ে রোজ তাতে যত্ন করে জল দেয়, এবং মাঝে মাঝেই সে গাছ কিনে নিয়ে আসে --সেটা স্কুলের সকল বন্ধু-বান্ধবীরা দেখে হাসতে শুরু করল।

কিন্তু ঝিলিক তাতে দমলো না। সে দাদুকে একদিন বলে, দাদু এই বারান্দায় বসেই গল্প করো আর এই গাছের অক্সিজেন নাও- চা খাও, আর যে সব গাছ কিনে আনে ও, সেইসব গাছ নিয়ে সোজা ছাদে গিয়ে দাদুকে গিয়ে নানান রকম টব কিনে এনে, তাতে গাছ লাগিয়ে ছাদ বাগানে পরিণত করলো।

ঝিলিকের এই গাছ কেনা ও ছাদ বাগান বারান্দা দেখে তার বন্ধু-বান্ধবীরাও গাছ কেনা শুরু করলো, এবং পাড়া প্রতিবেশীরাও বাড়ির নিজ নিজ ছাদে ছাদ বাগান করা আরম্ভ করে ফেললো, এখন সারা পাড়া ড্রোন থেকে দেখলে মনে হয় কংক্রিটের বুকে এক টুকরো অরণ্য ফিরে এসেছে, সবুজ আলো নগর, বাতাসের বিষ কমেছে। ঝিলিক এখন কলেজে পড়ে ,মাস্ক ছাড়াই সাইকেল চালিয়ে যায়।

দাদুর জন্য ছাদ বাগানে একটি দোলনা লাগিয়ে নিয়েছে, কলেজ থেকে ফিরে দাদুকে নিয়ে ছাদ বাগানে গিয়ে দোলনায় দুলে দুলে টিফিন

খায় ।দাদু বললো , টাকা গাড়ি-বাড়ি এ সব নকল। আসল সত্যি হলো অক্সিজেন আর সেই অক্সিজেন দিতে পারে একমাত্র অরণ্য, আর সেটা তুই করে দেখালি-- অরণ্যকে ফিরিয়ে এনে আবার আলো নগর হলো এই পাড়া।



With Best Compliments From :
CELL : 7602243433
9641093691
NEW EKTA
Restaurant And Hotel

Hill Cart Road, Siliguri Junction
Opp. of Heritage Hotel
Siliguri-734003
ektarestaurantandhotel@gmail.com

Happy Durga Puja Greetings to all

Dr. (Maj) Ranjan Paul Chowdhury, Ms







Dr. Ranjan Pal Choudhury of Siliguri enters the International Book of Records for gallbladder laparoscopic surgery

Ex-Associate Prop in Surgery,
Manipal Institute of Medical Science
Consultant General & Laparoscopic Surgeon
M : 9434077007

Anandaloke
Multispeciality Hospital
(A Unit of Anandaloke Medical Centre PVT. LTD.)



2nd Mile, Sevoke Road,
Siliguri-734001
0353-2540980/2544352
info@anandaloke.com
www.anandaloke.com

দেবী দুর্গা ঃ দেবী নন শুধু, শক্তির মহাশক্তি !

শর্মিষ্ঠা লাহিড়ী এবং পায়েল বর্মন

(আলফা ওয়ারিয়র্স জিম, উত্তর ভারতনগর, শিলিগুড়ি)





ভাবুন তো, একজন যোদ্ধার হাতে যদি একসঙ্গে থাকে ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, ধনুক-বাণ, বজ্র, শঙ্খ, ঢাল ও অন্যান্য অস্ত্র, তাহলে তাঁর যুদ্ধক্ষমতা কেমন হতে পারে?

দেবী দুর্গার প্রচলিত রূপ ঠিক এমনই;একাধিক হাতে একাধিক অস্ত্র, সিংহ তাঁর বাহন, আর সামনে মহিষাসুর।

তিনি শুধু যুদ্ধ করেননি, পুরাণের কাহিনিতে মহিষাসুরের মতো শক্তিশালী অসুরের বিরুদ্ধে এককভাবে দাঁড়িয়েছিলেন।

তাই আধুনিক খেলাধুলার ভাষায় বললে;দুর্গার প্রতীকী শক্তির মধ্যে রয়েছে স্ট্রেংথ, পাওয়ার, স্পিড, ব্যালান্স, স্ট্যামিনা ও মানসিক দৃঢ়তা;সব একসঙ্গে।

কেমন যোদ্ধা দেবী দুর্গা?

দেবী দুর্গার অন্যতম পরিচিত রূপ মহিষাসুরমর্দিনী। দেবী মাহাত্ম্য-এ মহিষাসুরের বিরুদ্ধে দেবীর যুদ্ধের কাহিনি পাওয়া যায়। স্মিথসোনিয়ান-এর ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ এশিয়ান আর্ট-ও উল্লেখ করেছে, এই কাহিনিতে দেবতারা সম্মিলিতভাবে দেবীকে বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিত করেন এবং তিনি মহিষাসুরকে পরাজিত করেন।

দুর্গার যুদ্ধশক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল;তিনি শুধু শারীরিক শক্তির প্রতীক নন, সম্মিলিত দেবশক্তির প্রতীক।

শিবের ত্রিশূল, বিষ্ণুর চক্র, ইন্দ্রের বজ্র, বায়ুর ধনুক, অগ্নির অস্ত্রসহ বিভিন্ন দেবতার দেওয়া অস্ত্র তাঁর হাতে আসে।

অর্থাৎ আধুনিক ভাষায় বলতে গেলে--একজন যোদ্ধার যে যে দক্ষতা প্রয়োজন, দুর্গার প্রতীকে তার বহুস্তরীয় প্রকাশ রয়েছে।

With Best Compliments From :~

Ph. : 0353-2526499
Cell : +91 9679640492
E-mail : ghoshsamrat18@yahoo.com

SHAMBHUNATH GUEST HOUSE



Making Luxury Affordable

Rasiklal Ghosh Sarani, Opp. Hotel Gateway
Sevoke Road, Siliguri, Pin - 734001, W.B.



দেবী দুর্গা কি ওয়েটলিফটার?

এখানেই আসে মজার তুলনা।বাস্তবে দুর্গা কত কেজি ওজন তুলতেন;তার কোনও শাস্ত্রীয় রেকর্ড নেই। কিন্তু প্রতীকের ভাষায় দেখলে তিনি যেন অসীম ক্ষমতার ওয়েটলিফটার।কারণ, তাঁর হাতে শুধু একটি অস্ত্র নয়;একাধিক ভারী অস্ত্র। তার সঙ্গে রয়েছে যুদ্ধের পরিস্থিতি সামলানোর ক্ষমতা।

একজন ওয়েটলিফটার যখন বারবেল মাটি থেকে তুলে মাথার উপরে নিয়ে যান, সেখানে প্রয়োজন--পায়ের শক্তি,কোমর ও কোরের শক্তি,কাঁধের শক্তি,হাতের গ্রিপ,ভারসাম্য,বিস্ফোরণধর্মী শক্তি, মানসিক দৃঢ়তা। দুর্গার প্রতীকী রূপে এই সমস্ত গুণেরই সমন্বয় দেখা যায়।তাই পুরাণের প্রতীকী ভাষায় দুর্গা হলেন অসীম ওজন বহনের শক্তির প্রতীক।

পাওয়ার লিফটিং এর সঙ্গে দুর্গার মিল কোথায়?

পাওয়াল লিফটিংয়ে প্রধান তিনটি লিফট হল--স্কোয়াট,বেঞ্চ প্রেস এবং ডেডলিফট। এখন যদি প্রতীকীভাবে দুর্গার সঙ্গে তুলনা করি--স্কোয়াট-- পায়ের শক্তি ও স্থিরতা, দুর্গার সিংহের উপর অবস্থান এবং যুদ্ধের সময় দৃঢ় ভঙ্গি প্রতীকীভাবে স্থিতি ও নিম্নাঙ্গের শক্তির কথা মনে করায়।

বেঞ্চ প্রেস ---চাপ সামলানোর ক্ষমতা

পাওয়ার লিফটিং এর বেঞ্চ প্রেসে শরীরকে বিপুল চাপ সামলাতে হয়। দুর্গার ক্ষেত্রে সেই চাপ যেন মহিষাসুরের মতো অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর প্রতীক।

ডেডলিফট--- মাটি থেকে শক্তি তুলে আনা

ডেডলিফট এর মূল শক্তি আসে পা, কোমর, পিঠ ও কোর থেকে।দুর্গার যুদ্ধের প্রতীকী শক্তিও যেন সমগ্র শরীরের সমন্বিত শক্তি।অর্থাৎ আধুনিক খেলাধুলার ভাষায় বললে-- দুর্গার শক্তি কোনও একটি পেশির শক্তি নয়; এটি ফুল বডি স্ট্রেংথএর প্রতীক।

তাহলে তিনি কি পাওয়ার লিফটার , না স্ট্রেংথ লিফটার?প্রতীকী ব্যাখ্যায় বলা যায়--তিনটিরই সমন্বয়।

ওয়েটলিফটিং --ওজন তোলার ক্ষমতা, পাওয়ার লিফটিং-- সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ,স্ট্রেংথ ট্রেনিং -- দীর্ঘমেয়াদি শক্তি ও সক্ষমতা তৈরি ।



তাহলে তিনি কি পাওয়ার লিফটার , না স্ট্রেংথ লিফটার ?প্রতীকী ব্যাখ্যায় বলা যায়--তিনটিরই সমন্বয়।

ওয়েটলিফটিং --ওজন তোলার ক্ষমতা, পাওয়ার লিফটিং--সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ,স্ট্রেংথ ট্রেনিং -- দীর্ঘমেয়াদি শক্তি ও সক্ষমতা তৈরি । আর দুর্গার প্রতীকে রয়েছে---স্ট্রেংথ, পাওয়ার, স্পীড, ব্যালান্স, এন্ডুরেন্স এবং মেন্টাল টাফনেস।তাই তাঁকে আধুনিক স্পোর্টসের ভাষায় আলটিমেট স্ট্রেংথ সিম্বল বলা যেতে পারে;তবে এটি ধর্মীয় প্রতীকের আধুনিক ব্যাখ্যা, কোনও বাস্তব ক্রীড়া রেকর্ড নয়।

দশ হাতে দশ শক্তির প্রকাশ ?

বাংলার দুর্গাপ্রতিমায় সাধারণত দশভুজা দুর্গার রূপ অত্যন্ত পরিচিত। তবে শাস্ত্রে দুর্গার হাতের সংখ্যা সব জায়গায় একই নয়। দেবী মাহাত্ম্য-এর বিভিন্ন ধ্যানবর্ণনায় আট, দশ, আঠারো হাতের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং যুদ্ধবর্ণনায় আরও বহু-হাতের মহিমাময় চিত্র রয়েছে।

অর্থাৎ দশ হাতকে শুধুমাত্র দশটি হাতের শারীরিক ক্ষমতা হিসেবে দেখলে ভুল হবে।

প্রতিটি হাত যেন একটি করে শক্তির প্রতীক-- ত্রিশূল -- দৃঢ়তা ও অশুভ বিনাশ । খড়্গ -- সিদ্ধান্ত ও সাহস। চক্র -- গতি ও নিয়ন্ত্রণ।

ধনুক-বাণ --লক্ষ্যভেদ। বজ্র -- অটল শক্তি। পাশ -- নিয়ন্ত্রণ। ঘণ্টা -- সতর্কতা। শঙ্খ -- জাগরণ। ঢাল -- প্রতিরক্ষা।

বিভিন্ন শিল্পরীতিতে অস্ত্রের বিন্যাস ও সংখ্যা বদলাতে পারে। সপ্তম শতকের মামল্লপুরমের মহিষাসুরমর্দিনী ভাস্কর্যেও দুর্গাকে একাধিক অস্ত্রসহ দেখা যায়--ধনুক, খড়্গ, ঘণ্টা, চক্র, পাশ, শঙ্খ ও ঢালের উল্লেখ রয়েছে।

সবচেয়ে বড় শক্তি;মানসিক শক্তি

দুর্গাকে শুধু পেশিশক্তির প্রতীক হিসেবে দেখলে তাঁর ভাবনার একটি বড় অংশ বাদ পড়ে যায়।তাঁর মুখ সাধারণত শান্ত, অথচ চারদিকে যুদ্ধ।এখানেই প্রতীকী বার্তাটি গুরুত্বপূর্ণ--শক্তিশালী হওয়া মানে শুধু পেশিশক্তি নয়; চাপের মধ্যেও মাথা ঠান্ডা রাখা।

একজন আধুনিক ক্রীড়াবিদের মতোই প্রয়োজন-- ফোকাস, ডিসিপ্লিন, কনফিডেন্স, মেন্টাল টাফনেস।

দুর্গার শান্ত মুখ সেই নিয়ন্ত্রিত শক্তির প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়।

তাহলে দুর্গার লিফটিং রেকর্ড কত?

এখানে মজার উত্তরটি হল--কোনও কেজি নয়, কোনও টন নয়---পুরাণে তাঁর শক্তির কোনও ওয়েটলিফটিংরেকর্ড দেওয়া নেই।

তাঁকে ১০০ কেজি, ২০০ কেজি বা ৫০০ কেজি লিফটার বলা শাস্ত্রসম্মত তথ্য হবে না।বরং বলা যায়---দেবী দুর্গার শক্তির কোনও ওজন মাপার যন্ত্র নেই।কারণ এখানে শক্তি বলতে শুধু পেশিশক্তি নয়--শারীরিক শক্তি , মানসিক শক্তি , আত্মবিশ্বাস , সাহস, নিয়ন্ত্রণ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ।

এই কারণেই মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার কাহিনি ভারতীয় শিল্প ও ধর্মীয় ঐতিহ্যে এত শক্তিশালী একটি প্রতীক হয়ে রয়েছে।

এক লাইনে বলা যায়--দুর্গা কত কেজি তুলতেন, তার হিসাব পুরাণে নেই; কিন্তু তিনি যে শক্তির প্রতীক, তার ওজন মাপার মতো কোনও দাঁড়িপাল্লা এখনও তৈরি হয়নি।



With Best Compliments From :

Gopal Paul

CELL : 98320-52694
98320-48871

Shyamali Mistanna Bhandar

SMB শ্যামলী মিষ্টান্ন ভান্ডার

লালা লাজপত রায় রোড, হায়দার পাড়া, শিলিগুড়ি-734006, ফোনঃ 98320-52694, 98320-48871

All Kinds of Sweets & Dohi available here

WE TAKE ORDERS ALL KINDS OF PARTY & MARRIAGE











Lala Lajpat Rai Road, Haiderpara Bazar, Siliguri-734006

দেবীর রূপ কুমারটুলি

অর্চনা মিত্র
(রেড্ডি স্মৃতি ফাউন্ডেশন, বাঘাযতীন কলোনি, শিলিগুড়ি)



শিলিগুড়ি
কুমারটুলিতে মায়ের আগমন
ব্যস্ত শিল্পীর হাত,
মাটির দেহে প্রাণ জাগায় যেন
দুর্গা মায়ের সাথ।
খোলা চালার নিচে দাঁড়িয়ে
মাটির মা প্রতিমা,
তুলির ছোঁয়ায় জেগে উঠে
দেবী ত্রিনয়নী মা।
শিল্পীর হাত ভগবানের দান
মনের গভীরে গড়ে,
ত্রিনয়নী দুর্গা মায়ের করুনায়
স্নেহ ধরা ঝরে।
শিউলি- কাশে, পদ্ম-শালুকে
ভরেছে চারি ধার।
ঢাকের বোলে মুখরিত পূজোর
গন্ধ রঙের উপহার।
নতুন রঙে সাজে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে
আলোর ঝলো মল
মহালয়ায় ঘট বসিবে আগমনী
পূজার মঙ্গল যাত্রার
বছর পরে মা আসিবে, মন্দিরে
মন্দিরে গৃহ সজ্জায়
শান্তি সুধা ভরে দিও মা বিশ্বটাকে
তোমার আশীর্বাদ কৃপায়।





বন্দে মাতরম !

অর্চনা মিত্র
(বাঘাযতীন কলোনি, শিলিগুড়ি)



আয় ভাই গলা ছেড়ে গাই--
চিনেছি যখন স্বদেশ-বিদেশ



শত্রু-মিত্র।
মাকে মা বলে ডাকি
রক্তের দাগ মুছে ফেলি
যদি ঘরে ফিরে এলাম--
মা তুঝে সালাম...

স্বাধীনতা ওদের ডানায়

তন্ময় ঘোষ (শিবরাম পল্লী, শিলিগুড়ি)



ওরা যদি আজ প্রশ্ন করে ,স্বাধীনতা কাকে বলে?
ওই ছেলেটা বলতে পারে? স্বাধীনতার সঠিক মানে।
যে ছেলেটা পেটের জ্বালায় গুদাম ঘরে বস্তা টানে। সকাল থেকে সন্ধ্যে গড়ায় ঘুরছে দু - মুঠো খাবার খোঁজে,
ওদের কাছে প্রশ্ন করো, স্বাধীনতার মানে বোঝে?
পড়াশোনার বয়স ওদের কিন্তু ঘুরছে নানা কাজের খোঁজে।
সকাল সন্ধ্যা ওরা এখন রেস্তারাতে বাসন মাজে।
আবার খবর বিলি করছে ওরা, সকাল সন্ধ্যে ট্রামে-বাসে।
বহুরূপী হয়ে আবার কখন যেন নতুন সাজে।
বিদ্যালয়ে যাওয়ার বেলায় যাদের নুইছে কাঁধ বইয়ের ভারে।
ওদের বয়সী কেউ আবার ,ভাঙাচোরা বোতল কুড়োয় মস্ত ঝোলা নিয়ে ঘাড়ে।
উপর থেকে ঝর্ণা নামে গগনচুম্বী পাহাড় ছুঁয়ে।
স্বাধীনতায় ভাসছে ওরা আনন্দটাও আনছে বয়ে।
সত্যি কারের স্বাধীনতা স্বাধীনতাই ওদের মানায়,
বিহঙ্গ আজ নীল আকাশে ,স্বাধীনতাই ওদের ডানায়

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ
মোবাইল ঃ ৯৪৩৪৩৭৭৬৯৮
গোপাল প্রামানিক
কার্যকরী কমিটির সদস্য

হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি
শিলিগুড়ি

With Best Compliments From :
Ph. 9832028164
IMGK
JAGADISH SARKAR
জগদীশ সরকার (ক্যাবলা)

যুগ্ম সম্পাদক
হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি
শিলিগুড়ি

অন্ধকার সভ্যতা

ইতু দত্ত
(লেক টাউন, নবগ্রাম, শিলিগুড়ি)



হিমালয় ছিল নিজের মত নিশ্চুপ এবং অটল,
সমাজের লোক নগর গড়বে, তার যে আছে বল।
নদী আটকে,পাহাড় ভেঙ্গে বানালাম যে নগর,
আজ তাকে আর চেনা যায় না, ভাবি সত্যিই কি ছিল শহর?
দুর্নিবার স্রোতে ভেসে গেল যারা খড়কুটোরই মত,
সর্বনাশ যাদের হয়ে গেল, ভোলা সম্ভব সেই ক্ষত?



একদিন

দেবাশিস ভৌমিক
(কোচবিহার)

একদিন কোনও গাড়ি থামবে না আর এই ইস্টিশনে
একদিন দোয়েলেরা উড়ে যাবে নিজের আকাশে
একদিন সব্বাই ভুলে যাবে এই তরুতল
একদিন জোনাকিরা নিভে যাবে নিবিড় আঁধারে
একদিন শেষ হবে সব দেওয়া-নেওয়া
মুছে যাবে সব হিসেবের খাতা
একদিন ঘুম আর ভাঙবে না
নীরব হয়ে যাবে সব কোলাহল
একদিন
কোনও একদিন

Happy Durga Puja Greetings
ACHINTYA DAS
CHHOBI
ART SCHOOL

RABINDRANAGAR, SILIGURI
MOBILE:7583934555

Happy Durga Puja Greetings
Swapan Basak Contact : 9832574304
KALA
MANDIR

(ART & CRAFT)
Netaji Pally,Siliguri
Artist. Swapan Basak

আমার প্রিয় শহর শিলিগুড়ি

মুনমুন সরকার
(উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গেট,শিবমন্দির)



টি ট্যুরিজম এ্যান্ড টিম্বার
এই তিনে মিলে উত্তরবঙ্গের সমাহার
পাহাড় নদী ঝরণা
উড়িয়ে চলে ওড়না
ফল ফুল পাখি
এসব নিয়ে নানা ছবি আঁকি
দার্জিলিং কার্শিয়াং কালিম্পং
জলতরঙ্গে আওয়াজ ওঠে টুঙটাঙ
জলপাইগুড়ি ময়নাগুড়ি শিলিগুড়ি
এসবের কেউ নিন্দা করলে সইতে না পারি
পরজনমে যেন শিলিগুড়িতে জন্মাই
ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা জানাই।
আমার প্রানের শহর শিলিগুড়ি
তোমায় আমি প্রনাম করি।



Happy Durga Puja Greetings to all



Radharani Shilpalaya
Artist--Ranjit Paul,Sushanta Paul
Contact for All types of Idol,
Statue and Sculptures by
any medium,
Contact no. 8967271854
Subhas Pally, SILIGURI

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ
নির্মল কুমার পাল (নিমাই)



যুগ্ম সম্পাদক
হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব
শিলিগুড়ি

সহজেই 'না'বলেছিলি !

অশোক পাল
(ফুলবাগান , মুর্শিদাবাদ)



এখন তো তুই দূরের কারও
তুই মনে রাখিসনি
প্রতিদিন তোর অপেক্ষার পালাগান লিখি
আজও... !
তোর মনে আছে এক শীতের সকালে
সাইকেল চালিয়ে কুয়াশা মাখা পথে
টিউশন যাবার সময়
সারারাত জাগা প্রেমপত্র দিতে
চেয়েছিলাম...
আর কত সহজেই 'না' বলেছিলি
সেই অভিঘাত বুকের ভিতর
রক্তক্ষরণ হয় এখনো !
জানি, তুই কখনও ভালোবাসিসনি
পুড়ছে হৃদয় চুপচাপ তুষেরআগুনে !
বুকের ভিতর আস্ত একটা নদী
অনাদরে মৃতপ্রায়
সকাল সাঁঝে তুলসি তলায় প্রদীপ
জ্বলে এখনও
সেই পদচিহ্ন কার ঘুঙুরের সুর তোলে !
তুই যখন আরও ছোটো কিশোরী বেলা
বিকেল হলে হাঁটতে বেরোতাম এপথ ওপথ
তোকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা তখন থেকেই
প্রেমপ্রীতি কী আর কারও অনুমতির অপেক্ষা করে !
কিন্তু অপেক্ষায় থেকে থেকে একা থেকে
তোর জন্য স্মৃতির সরণীতে তোর মায়াবী মুখ
যদি সত্যি কখনও মুখোমুখি দেখা হয়
এ জীবনে মুখোমুখি বসি আর নাই বসি
আমার মন মাঝে তুই বনলতা সেন.... !





মা তুমি আবার এসো

ঝুমা ভাদুড়ী
(অরবিন্দপল্লি , শিলিগুড়ি)



শরতের আকাশে সাদা মেঘের ভেলা,
কাশফুলে দোলে,সাজে চারিধার মেলা,
শিউলির গন্ধে ভরে ওঠে মন,
মনে হয় মা আসছেন আপনজন।
কতদিনের অপেক্ষা শেষে,
মা আসেন আমাদের ভালোবেসে।
ঢাকের বাদ্যি,কাঁসর ঘণ্টা,
মায়ের আগমনে হাসে চারিদিকটা।
মায়ের মুখের মায়াবী হাসি,
দেখলেই যেন দুঃখ যায় ভাসি।
দশটি হাতে আশীর্বাদ নিয়ে,
মা দাঁড়ান আমাদের পাশে এসে।
কত কথা জমে থাকে মনে,
মাকে বলব একান্ত গোপনে
মা, সবাইকে ভালো রেখো,
যাদের কোনো সন্তান নেই
তাদের কোল ভরিয়ে দিও।
যে মানুষটি এক পথ চলে,
তাকে রেখো তোমার আঁচলতলে।
যার স্বপ্নগুলো হারিয়ে গেছে,
তাঁকে নূতন স্বপ্ন দিও ভালোবেসে।
চারটি দিন যেন চোখের পলক,
হাসির মাঝেও লুকিয়ে থাকে কত শোক,
ঢাকের তালে যখন বিদায়ের সুর
চোখের কোণে জমে অশ্রু দূর।
তাই আজ শুধু একটি প্রার্থনা
মা,রেখো সবার মাথায় তোমার করুণা।
অন্ধকার যতই আসুক জীবনের পথে,
তোমার আলো জ্বালো আমাদের অন্তরেতে।
আবার যখন শরৎ আসবে,
আকাশ জুড়ে কাশফুল হাসবে,
ঢাকের তালে উঠবে গান
মা আসছেন,মা আসছেন-- ভরে উঠবে প্রাণ।

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ
সুজিত ঘোষ (বাপ্পি)
সাধারণ সম্পাদক
হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি,
শিলিগুড়ি।
মোবাইল ঃ ৯৮৩২০৪০২৮৮
৯৪৭৫৭৬০৮৫০
যুগ্ম সম্পাদক
বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরা ব্যবসায়ী সমিতি
মেসার্স ঘোষ কনস্ট্রাকশন
বিল্ডিং তৈরির সমগ্র উপকরন
আমরা সরবরাহ করি
ঘুগনি মোড়
হায়দরপাড়া
শিলিগুড়ি।

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :



BASU DUTTA
FAL BAZAR ROAD
GHOGOMALI
SILIGURI

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

মা তারা ডিস্ট্রিবিউটার্স



উত্তম কুমার সাহা

সুভাষ মার্কেট, বিধান মার্কেট
শিলিগুড়ি

চটি-ফোস্কা থেকে ক্যাসেটের গান;কেমন ছিল সেই পুজো?



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃপুজো মানেই কি শুধু মণ্ডপ, প্রতিমা আর আজকের মোবাইল ক্যামেরা? একসময় নতুন চটি পরে পুজো দেখতে বেরিয়ে পায়ে ফোস্কা পড়াটাও ছিল আনন্দেরই অংশ!

পুজোর আগে প্রিয় শিল্পীর নতুন গান বেরোবে;রেকর্ড প্লেয়ার কিংবা ক্যাসেটের অপেক্ষায় থাকত গোটা পাড়া। মণ্ডপে মণ্ডপে বাজত সেই সময়ের জনপ্রিয় গান, আর তৈরি হতো আজীবনের স্মৃতি।

তাহলে কেমন ছিল সেই সেকালের পুজো, আর ডিজিটাল যুগের পুজোতেই বা কী বদলেছে? জানতে পুরো ভিডিওটি দেখুন খবরের ঘন্টার ফেসবুক পেজ এবং ইউ টিউব চ্যানেলে।

সময় বদলায়, বদলায় প্রযুক্তি, আর তার সঙ্গে বদলে যায় নতুন প্রজন্মের অভ্যাসও। বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোও সেই পরিবর্তনের সাক্ষী। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা শারদোৎসব আজও তার ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই এগিয়ে চলেছে। তবে সময়ের সঙ্গে পুজোর উদযাপনে যুক্ত হয়েছে মোবাইল, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির নতুন ছোঁয়া।

আজ পুজোর মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করে মুহূর্তেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু পুরনো পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কিছু স্মৃতি আজও নস্টালজিয়ায় ভরিয়ে দেয় বহু মানুষকে।

একসময় পুজো দেখতে বেরোনোর আগে নতুন চটি বা জুতো পরার আনন্দ ছিল আলাদা। সারাদিন মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরতে গিয়ে সেই নতুন জুতোর কারণে পায়ে ফোস্কা পড়লেও উৎসাহে কোনও ঘাটতি থাকত না।

শুধু পোশাক বা জুতোর স্মৃতিই নয়, পুজোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল গানও। পুজোর মরশুমে কিংবদন্তি শিল্পীদের নতুন নতুন গানের রেকর্ড কিংবা ক্যাসেট প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করতেন মানুষ। তারপর সেই গান বাজত মণ্ডপে মণ্ডপে। আমার পুজোর ফুল ভালোবাসা হয়ে গেছে, আহা কী দারুণ দেখতে;এরকম বহু জনপ্রিয় গান আজও ফিরিয়ে আনে সেই সোনালি সময়ের স্মৃতি।

সেকালের সেই পুজো, গান, আনন্দ এবং পারিবারিক স্মৃতির ঝাঁপি খুলে খবরের ঘন্টার মুখোমুখি হয়েছেন শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডের ঐতিহ্যমণ্ডিত চ্যাটার্জী পরিবারের সদস্য সৌমিত্র চ্যাটার্জী।

প্রয়াত চিকিৎসক ক্ষীরোদনাথ চ্যাটার্জী, যিনি 'কালু ডাক্তার' নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁর ভাইপো সৌমিত্র চ্যাটার্জী এবং তাঁর পুত্র চিকিৎসক ডাঃ সোমজিৎ চ্যাটার্জী তুলে ধরেছেন পুজোর নানা পুরনো স্মৃতি ও সময়ের সঙ্গে বদলে যাওয়া শারদোৎসবের ছবি।

সেই স্মৃতির পাতায় ফিরে যেতে খবরের ঘন্টার ফেসবুক পেজ এবং ইউ টিউব চ্যানেলে পুরো ভিডিওটি দেখুন;খবরের ঘন্টার সঙ্গে।

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

Mobile : 9434151873

Pradip Ghosh (Manta)

প্রদীপ ঘোষ (মন্টা)



হায়দরপাড়া
শিলিগুড়ি

কান্না থামলেই খুশি মা দুর্গা!

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ অন্যের দুঃখে পাশে দাঁড়ানোর মধ্যেই লুকিয়ে আছে প্রকৃত আনন্দ।

আর সেই আনন্দ ভাগ করে নেওয়াই হতে পারে দেবী দুর্গার প্রকৃত আরাধনা।

যে মানুষটি কাঁদছেন, তাঁর চোখের জল মুছতে পারলেই মা দুর্গা খুশি;এটাই তাঁদের দর্শন।

তাই পুজোর আনন্দ শুধু নিজের মধ্যে নয়, পৌঁছে দিতে চান অসহায় ও প্রবীণ মানুষদের কাছেও।

শারদীয়ায় 'আশ্রয়'-এর আবাসিকদের নিয়ে একাধিক সেবামূলক কর্মসূচির উদ্যোগ শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল সোসাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির।

সেবাতেই দুর্গাপুজো, হাসিতেই মায়ের আরাধনা



দুর্গাপুজো মানেই আনন্দ, উৎসব আর নতুন পোশাক। কিন্তু সেই আনন্দ যদি কারও মুখে হাসি ফোটাতে পারে, তাহলে তার অর্থ যেন আরও গভীর হয়ে ওঠে। অন্যের দুঃখে পাশে থাকার মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত আনন্দ। আর সেই আনন্দ নেওয়ার মধ্যেই রয়েছে দেবী দুর্গার প্রকৃত পুজো; এই দর্শনকে সামনে রেখেই কাজ করে চলেছে শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল সোসাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

সংস্থার কর্ণধার তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী নবকুমার বসাক জানিয়েছেন, তাঁদের বিশ্বাস;যে মানুষটি কাঁদছেন, তাঁর কান্না থামাতে পারলেই দেবী দুর্গা প্রকৃত অর্থে খুশি হন। তাই এবারের শারদীয়া দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে উৎসবের আনন্দকে আরও অর্থবহ করে তুলতে



একাধিক সেবামূলক কর্মসূচি নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

এর মধ্যে অন্যতম হল আশ্রয় বৃদ্ধাশ্রমের প্রবীণ আবাসিকদের নিয়ে পুজো পরিক্রমা। পুজোর আলো, মণ্ডপ, প্রতিমা ও উৎসবের আবহ থেকে যাতে তাঁরাও বঞ্চিত না হন, সেই লক্ষ্যেই তাঁদের নিয়ে বিশেষভাবে পুজো দেখানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছনে অবস্থিত 'আশ্রয়' বৃদ্ধাশ্রমটি শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল সোসাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পরিচালনায় চলে। সেখানে থাকা প্রবীণ মানুষদের সঙ্গে পুজোর আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার পাশাপাশি আরও বিভিন্ন সেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণের কথা জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

ইতিমধ্যেই আশ্রমের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পাশে দাঁড়াতে বহু মানুষ নবকুমার বসাক ও তাঁর সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। কেউ সময় দিতে চান, কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে চান, আবার কেউ চান পুজোর কয়েকটি আনন্দের মুহূর্ত তাঁদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে।

পুজোর আসল আনন্দ

আসলে দুর্গাপুজোর আনন্দ শুধু নিজের জন্য নয়;অন্যের মুখে হাসি ফোটানোর মধ্যেই তার পূর্ণতা।



মণ্ডপে মায়ের সামনে প্রদীপ জ্বালানোর পাশাপাশি যদি একজন অসহায় মানুষের অন্ধকার জীবনে একটু আলো পৌঁছে দেওয়া যায়, যদি কোনও বৃদ্ধের মুখে হাসি ফোটানো যায়, যদি কারও একাকিত্ব কিছুটা দূর করা যায়;তাহলেই হয়তো শারদীয়ার আনন্দ আরও পূর্ণ হয়ে ওঠে।

মায়ের পুজো হোক মণ্ডপে, আর মায়ের আরাধনা হোক মানুষের সেবায়।



দুর্গাপুজোরও আছে ‘কেমিস্ট্রি’!



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিউলির গন্ধে কেন জেগে ওঠে পুজোর স্মৃতি?

কাশফুলের সাদা ঢেউ কি প্রকৃতির আগমনী বার্তা?

হিমালয়, প্রকৃতি আর দেবী দুর্গার আগমনের মধ্যে কোথায় মিল?

অন্যের পাশে দাঁড়ানো, প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা;এসবেও কি লুকিয়ে আছে সুখের রসায়ন?

শারদীয়া দুর্গাপুজো তাই শুধু উৎসব নয়;এ যেন প্রকৃতি, মন ও বিজ্ঞানের এক অপূর্ব ‘কেমিস্ট্রি’।

বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার মেলবন্ধনে শারদীয়ার অন্যরকম ব্যাখ্যা

শরতের আকাশ, শিউলি ফুলের গন্ধ, কাশবনের দোলা আর দূরে দাঁড়িয়ে থাকা হিমালয়;এই সমস্তকিছুর সঙ্গেই বাঙালির মনে জড়িয়ে আছে দেবী দুর্গার আগমনের আবেগ। কিন্তু এই অনুভূতির পেছনে কি বিজ্ঞানেরও কোনও ব্যাখ্যা রয়েছে?

শারদীয়ার আবহে সেই প্রশ্নেরই এক অন্যরকম উত্তর তুলে ধরলেন রসায়নে পিএইচডি করা বিশিষ্ট গবেষক ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ডঃ অসমঞ্জ সরকার। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় লাগোয়া এলাকায় তাঁর বাড়িতে বসেই তিনি বিজ্ঞান, প্রকৃতি, মন এবং দেবী দুর্গার আগমনকে মিলিয়ে দেখলেন এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গিতে।

ডঃ সরকারের বক্তব্যে উঠে আসে শিউলি ও কাশফুলের সঙ্গে ঋতু পরিবর্তনের সম্পর্কের কথা। শরতের প্রকৃতিতে তাপমাত্রা, আলো, আর্দ্রতা ও পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে উদ্ভিদের নিজস্ব জৈবিক ছন্দ বদলে যায়। শিউলির সুগন্ধ যেমন মানুষের ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে স্পর্শ করে, তেমনই সেই গন্ধের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা স্মৃতি আমাদের মনে পুজোর আবহ তৈরি করে।

অন্যদিকে, আধ্যাত্মিক বিশ্বাসে দেবী পার্বতী হিমালয়ের কন্যা। সেই সূত্রে হিমালয় হয়ে ওঠে দেবীর সঙ্গে মানুষের এক গভীর সাংস্কৃতিক যোগের প্রতীক। আর বিজ্ঞানের চোখে হিমালয় হল জল, বরফ, হিমবাহ, নদী ও জীববৈচিত্র্যের এক বিশাল ভাণ্ডার। ফলে হিমালয় থেকে নদী, নদী থেকে প্রকৃতি, প্রকৃতি থেকে মানুষের জীবন;

সকলকে শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ—





শারদ উৎসবের দিনগুলি চারিদিকে শুভ আনন্দে ভরে উঠুক।

সকলে ভালো থাকুন

স্বামী অখিলাত্মাপ্রিয়দাস

মন্দির অধ্যক্ষ, শিলিগুড়ি ইসকন মন্দির।

সেল ঃ ৯৭৩৩৫৮৩৫৯৩

সবকিছুই যেন এক অদৃশ্য রাসায়নিক ও পরিবেশগত বন্ধনে বাঁধা।

ডঃ সরকারের ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে বলা যায়, প্রকৃতির উপর আঘাত আসলে মানুষের নিজের জীবনেই ফিরে আসে। পাহাড় কাটা, বন ধ্বংস, নদী দূষণ কিংবা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করা শুধু প্রকৃতির ক্ষতি নয়;মানুষের ভবিষ্যতেরও ক্ষতি।

পুজোর আনন্দেও লুকিয়ে 'হ্যাপি হরমোন'-এর রসায়ন

ডঃ অসমঞ্জ সরকার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন; পুজোর আনন্দের সঙ্গে মানুষের মানসিক সুস্থতার সম্পর্ক।

তাঁর মতে, দুর্গাপুজোর আনন্দ মানেই শুধু দামি পোশাক, রেস্তোরাঁয় খাওয়া বা অতিরিক্ত খরচ নয়। বরং পুজোর আনন্দ কিছুটা কাটছাঁট করে গরিব-দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানো, অন্যের দুঃখ ভাগ করে নেওয়া, মানুষের সঙ্গে দেখা করা, হেঁটে হেঁটে পুজো দেখা এবং গুরুজনদের প্রণাম করার মধ্যেও রয়েছে প্রকৃত আনন্দ।

মানুষ যখন সামাজিকভাবে সংযুক্ত হয়, অন্যকে সাহায্য করে, প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটায় কিংবা ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তখন শরীর-মনে ইতিবাচক অনুভূতি তৈরি হয়। এর সঙ্গে বিভিন্ন নিউরোকেমিক্যাল ও হরমোনের কার্যকলাপ জড়িত, যা আমাদের ভালো লাগা, সামাজিক বন্ধন ও মানসিক প্রশান্তিতে ভূমিকা রাখতে পারে।

তাই ডঃ সরকারের বক্তব্যের সারকথা;পুজোর আনন্দ যতটা নিজের জন্য, ততটাই অন্যের জন্য।

শারদীয়া দুর্গাপুজোর এই রসায়ন তাই শুধুই ল্যাবরেটরির রসায়ন নয়। এটি প্রকৃতির রসায়ন, মানুষের মনের রসায়ন এবং সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের রসায়ন।

শিউলির গন্ধে শরৎ আসে, কাশফুলে প্রকৃতি সাজে, হিমালয় দাঁড়িয়ে থাকে নীরব সাক্ষী হয়ে;আর মানুষের হৃদয়ে মা দুর্গার আগমন ঘটে।

প্রকৃতিকে ভালোবাসা, মানুষকে ভালোবাসা এবং আনন্দ ভাগ করে নেওয়াই যদি হয় পুজোর আসল রসায়ন;তাহলে এবারের শারদীয়ায় সেই রসায়নেই না হয় একটু নতুন করে মিশে যাই।

দেবীকে শুধু মণ্ডপে নয়, প্রকৃতির মধ্যেও খুঁজে নিই।

আর পুজোর আনন্দে নিজের সঙ্গে অন্যের মুখেও হাসি ফোটাই।



থিমের ভিড়ে পুজোয় থাকুক নিষ্ঠা



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ দুর্গাপুজোর প্রস্তুতিতে এখন ব্যস্ত বাংলা, শহরজুড়ে উৎসবের আবহ।

থিমের চাকচিক্য বাড়লেও পুজোর আসল মন্ত্র যেন হারিয়ে না যায়;বার্তা শিলিগুড়ি লাগোয়া সাহুডাঙি রামকৃষ্ণ মিশনের।

বীরত্বের আরাধনা হোক, তবে তার সঙ্গে থাকুক ভক্তি, নিষ্ঠা ও সংযম।

অসহায় মানুষের সেবার মধ্যেও লুকিয়ে রয়েছে পুজোর গভীর তাৎপর্য।

শিশু-কিশোরদের মোবাইল ব্যবহারে লাগাম দেওয়ারও পরামর্শ দিলেন স্বামী নরেশানন্দ মহারাজ।

সামনে বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। পুজোকে ঘিরে ইতিমধ্যেই শহর ও শহরতলিতে শুরু হয়েছে জোরকদমে প্রস্তুতি। মণ্ডপসজ্জা থেকে প্রতিমা, আলোকসজ্জা থেকে থিম;সব ক্ষেত্রেই বাড়ছে নতুনত্ব। তবে উৎসবের এই জাঁকজমকের মাঝেও পুজোর আধ্যাত্মিকতা ও নিষ্ঠাকে অটুট রাখার আহ্বান জানালেন শিলিগুড়ির সাহুডাঙি রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী নরেশানন্দ মহারাজ।

থিম পুজোর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বীরত্বের পুজো বা নতুন ভাবনার উপস্থাপনা থাকতেই পারে। তবে তার সঙ্গে পুজোর ভক্তি, নিষ্ঠা ও পবিত্রতা বজায় রাখার দিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন। একইসঙ্গে গরিব ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের সেবা করার মধ্যেও দুর্গাপুজোর একটি গভীর মানবিক অর্থ রয়েছে বলে তিনি জানান।

স্বামী নরেশানন্দ মহারাজ বলেন, সাহুডাঙি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে এবারও যথাযথ ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হয়েছে। পুজো উপলক্ষে আশ্রম চত্বরে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন থাকছে।

অষ্টমীর দিন অনুষ্ঠিত হবে কুমারী পুজো। পাশাপাশি পুজোর তিন দিন ভক্ত ও দর্শনার্থীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থাও থাকবে।

অন্যদিকে, বর্তমান সময়ে শিশু-কিশোরদের মধ্যে মোবাইল ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন আশ্রমের সম্পাদক। তাঁর কথায়, মোবাইল ফোনের যেমন নানা ইতিবাচক ব্যবহার রয়েছে, তেমনই অতিরিক্ত ব্যবহারের নেতিবাচক দিকও রয়েছে। তাই শিশু-কিশোররা যাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মোবাইল ফোনে সময় না কাটায়, সেদিকে অভিভাবকদের বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন বলে পরামর্শ দেন তিনি।

ভক্তি, সেবা ও সংযম;এই তিনের সমন্বয়েই পুজোর প্রকৃত আনন্দ খুঁজে পাওয়ার বার্তা দিল সাহুডাঙি রামকৃষ্ণ মিশন।



শিলিগুড়িতে শিক্ষা-স্বাস্থ্যে নতুন উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে বিশেষ সূচনা, একই দিনে খুলল নতুন সিটি অফিস ও ডিজিটাল হাসপাতালের পথ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনকে সামনে রেখে ১৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে একাধিক নতুন উদ্যোগের সূচনা হল।শিলিগুড়ি বর্ধমান রোডের স্পেনসার প্লাজায় শুরু হল তরাই এডুকেশন ফাউন্ডেশন এর সিটি অফিস।

পাশাপাশি শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল এর উদ্যোগে শিলিগুড়িতে শুরু হল ডিজিটাল হসপিটাল পরিষেবার পথচলা।

প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও সহজ ও মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ বলে জানানো হয়েছে।

একই সঙ্গে শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও সমাজসেবার ক্ষেত্রেও আগামী দিনে একাধিক কর্মসূচির পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

বৃহস্পতিবার বর্ধমান রোডের স্পেনসার প্লাজা,বিশাল মেগা মার্ট বিল্ডিং -এর তৃতীয় তলায় তরাই এডুকেশন ফাউন্ডেশন -এর নতুন শিলিগুড়ি সিটি অফিস -এর শুভ সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে তরাই এডুকেশন ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর তথা প্রধান শিক্ষক প্রসেনজিৎ সরকার, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ নির্লিপ্ত সান্যাল-সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এর পাশাপাশি এদিন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল, বোলপুর থেকে ডিজিটাল হসপিটাল পরিষেবারও শুভ সূচনা হয়। প্রযুক্তিনির্ভর এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিষেবাকে মানুষের আরও কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ি তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সঙ্গে যৌথভাবে এই কাজ শুরু হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রেও দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে সংশ্লিষ্ট সংস্থা। খড়িবাড়ির দুধাজোতে তরাই বি এড কলেজ, তরাই নার্সিং ইন্সটিটিউট , তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এবং তরাই স্পোর্টস একাডেমির

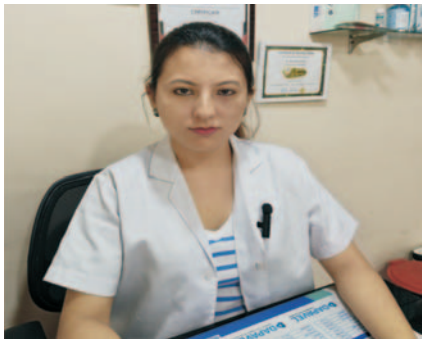
মতো বিভিন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। তরাই টি ফার্মার প্রডিউসার কোম্পানি লিমিটেডও রয়েছে তাদের

তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক পুস্পজিৎ সরকার ও প্রসেনজিৎ সরকার জানান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দক্ষতা উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণের সঙ্গে যুক্ত আরও বিভিন্ন কর্মসূচি আগামী দিনে গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে।

উদ্যোক্তাদের বক্তব্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য;দুই ক্ষেত্রেই প্রযুক্তির সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে মানুষের কাছে আরও সহজে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াই তাঁদের অন্যতম লক্ষ্য। বৃহস্পতিবারের এই দুই উদ্যোগ সেই পথচলারই নতুন অধ্যায়।



পুজোর হাসি হোক দাঁতের যত্নে ঝলমলে !



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃপুজো মানেই হাসি, আনন্দ আর প্রিয়জনের সঙ্গে ছবি তোলা।কিন্তু দাঁতে ব্যথা শুরু হলে সেই আনন্দ কি আর জমে?

হাসির সৌন্দর্য বাড়াতে দাঁতের যত্ন কতটা জরুরি, জানেন কি?পুজোর আগে দাঁতের কোন সমস্যাগুলির দিকে নজর দেওয়া উচিত? এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর জানতে খবরের ঘন্টার ফেসবুক পেজ এবং ইউ টিউব চ্যানেলের প্রতিবেদনটি শেষ পর্যন্ত দেখুন।

শারদোৎসবের আনন্দে মেতে ওঠার আগে দাঁতের যত্ন নেওয়াও অত্যন্ত জরুরি। কারণ পুজোর দিনগুলিতে মিষ্টি খাওয়া, নানা ধরনের খাবার গ্রহণ এবং অনিয়মিত দাঁত পরিষ্কারের কারণে দাঁতের সমস্যা দেখা দিতে পারে। দাঁতে ব্যথা, শিরশিরানি, মাড়ি থেকে রক্ত পড়া কিংবা দাঁতের পাথরের মতো সমস্যা উৎসবের আনন্দে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। পুজোর আগে কীভাবে দাঁতের যত্ন নেওয়া উচিত, দাঁত ও মাড়িকে সুস্থ রাখতে কী কী অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার এবং দাঁতের সমস্যা এড়াতে কোন বিষয়গুলির প্রতি সচেতন থাকা উচিত; এসব নিয়েই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য মেলে ধরেছেন শিলিগুড়ির রবীন্দ্রনগর মোড়ের বিশিষ্ট দন্ত চিকিৎসক ডা. অনুসূর্য্য ঘোষ । ডা. ঘোষের চেম্বার টুথ ক্যাসল -এ দাঁতের স্বাস্থ্য ও পরিচর্যা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়। পুজোর আগে দাঁত সুস্থ রাখতে নিয়মিত ব্রাশ করা, দাঁতের ফাঁক পরিষ্কার রাখা, অতিরিক্ত মিষ্টি খাওয়া এড়িয়ে চলা এবং দাঁতে কোনও সমস্যা দেখা দিলে সময়মতো দন্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী, দিনে দু'বার ফ্লোরাইডযুক্ত টুথপেস্ট দিয়ে অন্তত দুই মিনিট দাঁত ব্রাশ করা উচিত। পাশাপাশি, দাঁতের ফাঁকে জমে থাকা খাবারের কণা পরিষ্কার করতে ডেন্টাল ফ্লস বা ইন্টারডেন্টাল ব্রাশ ব্যবহার করা যেতে পারে। মিষ্টি বা অন্যান্য খাবার খাওয়ার পর জল দিয়ে মুখ কুলকুচি করাও উপকারী।

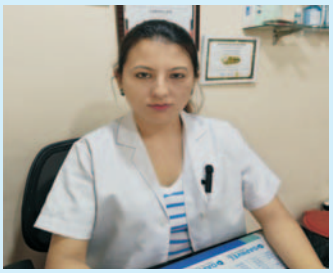
পুজোর আনন্দের মাঝে দাঁতে ব্যথা বা অন্য কোনও সমস্যা যাতে হঠাৎ করে না দেখা দেয়, সেজন্য আগে থেকেই দাঁতের পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া ভালো। দাঁতের স্বাভাবিক রং একেবারে ধবধবে সাদা না হলেও সুস্থ দাঁত ও পরিচ্ছন্ন মুখই আসল সৌন্দর্য।

তাই পুজোর আগে দাঁতের যত্ন নিন, নিশ্চিন্তে হাসুন এবং উৎসবের আনন্দ উপভোগ করুন।

চেম্বারের ঠিকানা টুথ ক্যাসল , ওয়ার্ড নম্বর ২১, রবীন্দ্রনগর মোড়, শিলিগুড়ি , ৭৩৪০০১।

দন্ত চিকিৎসক ডা. অনুসূর্য্য ঘোষ । মোবাইল ৯৩৮২৮ ৫০৭০৫

পুজোর হাসিতে ঝকঝকে দাঁত



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ পুজো মানেই হাসি, আড্ডা আর ছবি তোলা। প্রাণখোলা হাসিতে দাঁতও চাই ঝকঝকে।পুজোর আগে দাঁতের যত্নে একটু সচেতনতাই বদলে দিতে পারে হাসি। দাঁতে দাগ বা হলদে ভাব থাকলে পালিশ হতে পারে একটি উপায়।তবে সৌন্দর্যের পাশাপাশি দাঁতের সুস্থতাকেও দিতে হবে সমান গুরুত্ব।

পুজোর মুহূর্তে দাঁতের যত্ন কেন জরুরি? পুজোর সময় মিষ্টি, ঠান্ডা পানীয়, ফাস্টফুড কিংবা নানা ধরনের খাবারের পরিমাণ অনেকটাই বেড়ে যায়। ফলে দাঁতে খাবারের আস্তরণ জমে দাগ, দুর্গন্ধ কিংবা দাঁতের অন্যান্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিশেষ করে পুজোর আগে দাঁতে জমে থাকা দাগ বা স্টেইন নিয়ে অনেকেই চিন্তিত থাকেন। শিলিগুড়ির রবীন্দ্রনগরের টুথ ক্যাসল থেকে ডাঃ অনুসূর্যা ঘোষ (বিডিএস) জানাচ্ছেন, দাঁতকে সুন্দর দেখানোর পাশাপাশি নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দাঁতে বাইরের দাগ বা স্টেইন থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রফেশনাল ক্লিনিং বা পলিশিং করা যেতে পারে। তবে সবার দাঁতের সমস্যা এক নয়;তাই নিজে থেকে কোনও ধরনের দাঁত সাদা করার পদ্ধতি ব্যবহার না করে ডেন্টিস্টের পরামর্শ নেওয়াই ভালো। পুজোর আনন্দে সুন্দর হাসি ধরে রাখতে দিনে দু'বার ব্রাশ করা, অতিরিক্ত মিষ্টি ও রঙিন পানীয় কমানো এবং খাবারের পর মুখ পরিষ্কার রাখার অভ্যাস করুন।

পুজোর ছবি হোক প্রাণখোলা হাসিতে;আর সেই হাসির যত্ন শুরু হোক পুজোর আগেই।

পরিবেশ বাঁচলেই সার্থক হবে পুজো



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃগণেশ পুজোর পরেই বিশ্বকর্মা পুজো, তারপর শারদোৎসবের অপেক্ষা।উৎসবের আনন্দের মাঝেই বাড়ছে পরিবেশ দূষণের আশঙ্কা।প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ও বিসর্জনের দূষণ নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।প্রকৃতি রক্ষায় পুজোর আগেই সচেতনতার বার্তা দিলেন পরিবেশবিদ।

তাঁর কথায়, প্রকৃতি সুস্থ থাকলেই সার্থক হবে দেবী আরাধনা।

গণেশ পুজোরপর বিশ্বকর্মা পুজো। তারপর বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয়া দুর্গোৎসবের পালা। উৎসবের এই আবহে আনন্দের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষার বিষয়টিও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের যথেচ্ছ ব্যবহার, প্রতিমা বিসর্জন এবং পুজোর সামগ্রী নদীতে ফেলার ফলে জল ও পরিবেশ দূষণের আশঙ্কা থেকেই যায়।

পুজোর মরশুমে পরিবেশ সচেতনতার বার্তা নিয়ে সকলের সামনে হাজির হয়েছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও পরিবেশবিদ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা। তিনি বলেন, প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপর মানুষের লাগাতার অত্যাচারের ফলে আজ পাহাড়, পর্বত ও সমতল;সবই বিপর্যস্ত। পাহাড়ে ধস নামছে, দেখা দিচ্ছে হড়পা বান। একইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে উষ্ণতা।

এই পরিস্থিতিতে প্রকৃতি ও পরিবেশ নিয়ে নতুন করে ভাবার সময় এসেছে বলে মনে করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, পরিবেশ ও প্রকৃতি সুস্থ, স্বাভাবিক ও দূষণমুক্ত থাকলেই দেবী দুর্গার আরাধনা প্রকৃত অর্থে সার্থক হবে। তাই উৎসবের আনন্দের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষার দায়িত্বও পালন করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

আসক্তি ছাড়লেই মিলবে অন্তরের শান্তি



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ সত্ত্ব, রজঃ ও তম;মানুষের মনে কাজ করে থাকা তিন ভিন্ন প্রবৃত্তি। এই তিন ভাবকে অতিক্রম করে শুদ্ধসত্ত্বের পথে এগিয়ে যেতে প্রয়োজন ঈশ্বরের কৃপা ও আত্মশুদ্ধির সাধনা। দুর্গাপুজোর অঞ্জলিতে তাই শুধু আচার নয়, ভক্তি ও নির্মল প্রার্থনার অনুভূতিও থাকা জরুরি। আসক্তিযুক্ত কর্মই মানুষের মনে অনেক সময় অশান্তি ও অবসাদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। শারদোৎসবের আবহে আসক্তিহীন কর্মের অনুশীলন ও ভক্তির পথেই অন্তরের শান্তি খোঁজার বার্তা দিলেন শিলিগুড়ি ইসকনের সভাপতি স্বামী অখিলাত্মাপ্রিয় দাস। সামনে শারদোৎসব। দুর্গাপুজোর আবহে মানুষের মনেও শুরু হয় আত্মশুদ্ধি, ভক্তি ও নতুন করে নিজেকে গড়ে তোলার ভাবনা। এই প্রেক্ষাপটে সত্ত্ব, রজঃ ও তম;মানুষের মধ্যে থাকা এই তিন ভাবকে অতিক্রম করে শুদ্ধসত্ত্বের স্তরে পৌঁছানোর জন্য মা দুর্গার কৃপা প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছেন শিলিগুড়ি ইসকন মন্দিরের সভাপতি স্বামী অখিলাত্মাপ্রিয় দাস।

তিনি বলেন, পুজোর অঞ্জলি দেওয়ার সময় প্রার্থনায় যেন শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা না থাকে, বরং গভীর ভক্তি ও আন্তরিকতার অনুভূতি থাকে;সেদিকেও আমাদের সচেতনভাবে প্রয়াসী হতে হবে। স্বামী অখিলাত্মাপ্রিয় দাসের বক্তব্যে উঠে এসেছে আসক্তিযুক্ত কর্মের প্রসঙ্গও। তাঁর মতে, জীবনে কোনও কাজের সঙ্গে অতিরিক্ত আসক্তি তৈরি হলে তা মানুষের মনে নানা ধরনের সমস্যা ও অশান্তির জন্ম দিতে পারে। এমনকি এই আসক্তি থেকে ডিপ্রেশন বা অবসাদের অনুভূতিও তৈরি হতে পারে।

এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে তিনি আসক্তিহীন কর্মের অনুশীলনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কাজ করতে হবে, দায়িত্ব পালন করতে হবে, কিন্তু ফলাফল বা প্রত্যাশার প্রতি অতিরিক্ত আসক্ত না হয়ে কর্মের পথে এগিয়ে যাওয়ার চর্চা করা প্রয়োজন;এমনই বার্তা দিয়েছেন তিনি। শারদোৎসব উপলক্ষে সকলকে শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন ইসকন সভাপতি। তাঁর কথায়, বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসবগুলির অন্যতম শারদীয়া দুর্গাপূজা। এই উৎসবের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, জাতি-ধর্মের বিভিন্ন পরিচয় পেরিয়ে সমাজের নানা স্তরের মানুষ একসঙ্গে আনন্দ ও উৎসবের অংশীদার হন। ভক্তি, সম্প্রীতি, আত্মশুদ্ধি এবং মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য;এই মূল্যবোধগুলিকে সামনে রেখেই এবারের শারদোৎসব উদযাপনের আহ্বান জানিয়েছেন স্বামী অখিলাত্মাপ্রিয় দাস।

অনলাইন ছেড়ে দর্জির কাছে, মাপ দিয়ে চুড়িদার-ব্লাউজে মিলছে নিখুঁত ফিটিং



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ অনলাইনে পোশাক অর্ডার করে ফিটিং নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন? এবার কি তাহলে ফিরছেন সেই পুরনো দর্জির দোকানেই? মাপ দিয়ে নিজের পছন্দমতো চুড়িদার, ব্লাউজ বা অন্যান্য পোশাক তৈরি;ফিটিং নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকার এই সুবিধাই কি আবার মানুষকে টানছে দর্জির কাছে? শিলিগুড়ির শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের 'দ্য নিউ বিউটি টেইলর্স'-এর কর্ণধার স্বপন পাল জানাচ্ছেন,পুজোর মরসুমে নতুন পোশাক কেনাকাটার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। অনলাইনে অর্ডার করে পোশাক কেনার প্রবণতা বাড়লেও, ফিটিং নিয়ে সমস্যার কারণে অনেকেই আবার ফিরছেন পরিচিত দর্জির দোকানে। বিশেষ করে চুড়িদার, ব্লাউজ, নাইটি, চুড়িদার গাউন ও অন্যান্য মহিলাদের পোশাক নিজের মাপ অনুযায়ী তৈরি করানোর আগ্রহ দেখা যাচ্ছে বলে জানাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা।

শিলিগুড়ির শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের 'দ্য নিউ বিউটি টেইলর্স'-এর কর্ণধার স্বপন পাল-এর বক্তব্য, অনলাইনে পোশাক অর্ডার করলে নিজের শরীরের মাপ ও পছন্দ অনুযায়ী ফিটিং সবসময় পাওয়া যায় না। কিন্তু দর্জির কাছে সরাসরি হাজির হয়ে মাপ দিলে পোশাকটি নিজের পছন্দ ও প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি করানো সম্ভব। তিনি জানান, মহিলাদের ব্লাউজ, চুড়িদার, নাইটি, চুড়িদার গাউনসহ বিভিন্ন পোশাক এখানে মাপ নিয়ে তৈরি করা হয়। পছন্দের ডিজাইন অনুযায়ী পোশাক তৈরি করার পাশাপাশি ফিটিংয়ের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। 'দ্য নিউ বিউটি টেইলর্স'-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অনলাইনে অর্ডার না দিয়ে সরাসরি দোকানে এসে মাপ দিয়ে পোশাক তৈরির সুযোগ রয়েছে। দোকানটি রয়েছে শেঠ শ্রীলাল মার্কেট, শিলিগুড়ি, দাস ভবন-এ। যোগাযোগ ৮২৫০৮০৩৫৬৫ / ৭৬০২৯১২০৪৫।

পুজোর আগে নিজের পছন্দের ডিজাইন ঔ মাপ অনুযায়ী পোশাক তৈরি করাতে আগ্রহীদের জন্য দোকানটি যোগাযোগের সুযোগ দিচ্ছে।

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

পরিতোষ চক্রবর্তী







অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা শাসক
লেকটাউন, শিলিগুড়ি।

বাংলার মাটি ও শিল্পে হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের শারদোৎসব

নির্মল কুমার পাল
(নিমাই--যুগ্ম সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব, শিলিগুড়ি)



মাটির হাঁড়ি, সরা, প্রদীপ আর টেরাকোটায় বাংলার হারিয়ে যেতে বসা ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস

শিলিগুড়ির পুজোর মানচিত্রে হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের দুর্গাপুজোর একটি নিজস্ব পরিচিতি রয়েছে। প্রতি বছরই নতুন ভাবনা, শিল্পবোধ এবং বাংলার ঐতিহ্যকে সামনে রেখে তাদের মণ্ডপসজ্জায় দেখা যায় সৃজনশীলতার ছাপ। এবারের শারদোৎসবেও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। বরং এবারের ভাবনায় রয়েছে বাংলার মাটি, মাটির শিল্প এবং হারিয়ে যেতে বসা এক সমৃদ্ধ লোকঐতিহ্যকে নতুনভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস।

হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের এবারের নিবেদন 'বাংলার মাটি ও শিল্প'। শিল্পী অচিন্ত্য দাস ও স্বপন বসাকের পরিচালনায় তাঁদের একদল ছাত্র দিনরাত পরিশ্রম করে এই ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিচ্ছেন। মাটির তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী, টেরাকোটার কাজ, সৃজনশীল চিত্র এবং লোকশিল্পের নানা উপাদান মিলিয়ে তৈরি হচ্ছে পুজোমণ্ডপ। পুরো আয়োজনেই রয়েছে বাংলার মাটির গন্ধ ও গ্রামবাংলার শিল্প-সংস্কৃতির ছোঁয়া।

মাটির সামগ্রীতেই বাংলার গল্প।

With Best Compliments From :
Adhir Paul
ADHIR PAUL
CELL : 9832339121
AMIT PAUL
CELL : 9832347999
Rup Bharati
Soil, Cement, Parish Plaster, Fibre Glass, Stone Model, Maker and General Order Suppliers
ALL KINDS OF DECORATION ITEMS & PRATIMA AVAILABLE HERE
KUMARTULI, SILIGURI, DIST. DARJEELING

একসময় বাংলার মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে মাটির তৈরি সামগ্রী ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। মাটির গ্লাস, হাঁড়ি, কলস, কুঁজো, সরা, প্রদীপ;প্রতিটি সামগ্রীই ছিল বাঙালির ঘরোয়া জীবনের পরিচিত অংশ।

উৎসব-অনুষ্ঠানে মাটির গ্লাসের ব্যবহার ছিল স্বাভাবিক। বাড়িতে জল রাখার জন্য ব্যবহার হতো মাটির কলস ও কুঁজো। বিভিন্ন পুজো-পার্বণে মাটির প্রদীপ ছিল অপরিহার্য। আবার পৌষসংক্রান্তিতে পিঠেপুলি তৈরির সময় মাটির সরা ছাড়া বাঙালির রান্নাঘর যেন অসম্পূর্ণই থেকে যেত।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গিয়েছে মানুষের জীবনযাত্রা। প্লাস্টিক, কাচ, স্টিল ও অন্যান্য আধুনিক সামগ্রীর ব্যবহারে মাটির তৈরি জিনিসের ব্যবহার অনেকটাই কমেছে। সেই হারিয়ে যেতে বসা ঐতিহ্যকেই এবারের পুজোয় মণ্ডপসজ্জার মাধ্যমে নতুন করে তুলে ধরছে হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব।

৫৫০ হাঁড়ি, শত শত সরা ও প্রদীপ

মণ্ডপ চত্বরে ব্যবহার করা হচ্ছে প্রায় ৫৫০টি মাটির হাঁড়ি। পাশাপাশি রয়েছে প্রায় ৪০০ থেকে ৪৫০টি মাটির সরা এবং ৪০০ থেকে ৫০০টি মাটির প্রদীপ। শুধু সাজসজ্জার উপকরণ হিসেবে নয়, এই মাটির সামগ্রীগুলির মধ্য দিয়েই মণ্ডপে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে বাংলার ঐতিহ্যবাহী জীবনযাত্রার ছবি।

সরা, হাঁড়ি-সহ বিভিন্ন মাটির সামগ্রীর গায়ে ফুটে উঠছে নানা সৃজনশীল চিত্রকর্ম। কোথাও লোকজ জীবনের ছবি, কোথাও শিল্পীর কল্পনার প্রকাশ। সব মিলিয়ে মণ্ডপে তৈরি হচ্ছে এক অন্যরকম শিল্পভাষা।

এই শিল্পে নেই কোনও কৃত্রিম চাকচিক্য। রয়েছে মাটির স্বাভাবিক রং, গন্ধ এবং বাংলার লোকশিল্পের সহজ-সরল সৌন্দর্য।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিল্পীরা

এই থিমকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে শুধু শিলিগুড়ি নয়, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও শিল্পীরা ও সহযোগীরা এসে কাজ করছেন। দিনহাটা, জলপাইগুড়ি, হলদিবাড়ি, গাজলডোবা-সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ এসে দিনরাত পরিশ্রম করছেন।



কেউ মাটির সামগ্রী তৈরি করছেন, কেউ সেগুলিকে সাজিয়ে তুলছেন, কেউ আবার তার ওপর করছেন চিত্রকর্ম। প্রত্যেকের পরিশ্রমে ধীরে ধীরে পূর্ণতা পাচ্ছে 'বাংলার মাটি ও শিল্প'-এর ভাবনা।

টেরাকোটার ছোঁয়া, সাবেকি প্রতিমা

মণ্ডপসজ্জায় রয়েছে টেরাকোটা ধাঁচের বেশ কিছু পুতুল। মাটির নানা উপকরণের সঙ্গে সেই টেরাকোটার শিল্পকর্ম মিলিয়ে তৈরি করা হচ্ছে বাংলার গ্রামীণ পরিবেশের আবহ।

এবার হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের দুর্গাপ্রতিমাতেও থাকছে সাবেকিয়ানার ছোঁয়া। ডাকের সাজে একচালা প্রতিমা তৈরি হচ্ছে। প্রতিমার উচ্চতা প্রায় ৮ ফুট, চূড়া-সহ উচ্চতা প্রায় ১২ ফুট। মায়ের প্রতিমায় তুলে ধরা হবে ঐতিহ্যবাহী বাঙালিয়ানার সৌন্দর্য।

পুজোয় থাকছে নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আয়োজন

শুধু মণ্ডপসজ্জা নয়, পুজোর চার দিনজুড়েও রয়েছে নানা আয়োজন। সপ্তমীতে বস্ত্র বিতরণ, অষ্টমীতে কুমারী পুজো এবং নবমীতে প্রসাদ বিতরণ করা হবে। নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে সম্পন্ন হবে পুজোর সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান।

১২ অক্টোবর, সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় পুজোর শুভ উদ্বোধন। উদ্বোধনের দিন থাকছে আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বাংলার ঐতিহ্য ও মায়ের বন্দনাকে কেন্দ্র করে থাকবে বিভিন্ন নৃত্য ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।

২৪ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ (১২ অক্টোবর, ২০২৬) সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় উদ্বোধনের আয়োজন করা হয়েছে। উদ্বোধনকালে সম্পূর্ণ বাঙালিয়ানা ঐতিহ্যকে সামনে রেখে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন থাকছে। একাদশীতে হবে বিসর্জন।

নিরাপত্তাতেও বিশেষ নজর

পুজোমণ্ডপে দর্শনার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। মণ্ডপের আশপাশে বসানো হয়েছে ২৪টি সিসি ক্যামেরা। পাশাপাশি জরুরি পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে রাখা হচ্ছে ফার্স্ট এইড বক্স।

সব মিলিয়ে হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের এবারের পুজো যেন শুধু দেবী আরাধনার আয়োজন নয়;বাংলার মাটি, কুমোরশিল্প, লোকশিল্প এবং বাঙালির হারিয়ে যেতে বসা ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার এক সৃজনশীল প্রয়াস।

মাটির হাঁড়ি, সরা, কলস, কুঁজো আর প্রদীপের মধ্য দিয়ে তাই এবার হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব বলতে চাইছে;আধুনিকতার সঙ্গে পথ চললেও বাংলার মাটির সঙ্গে বাঙালির সম্পর্ক আজও অটুট।

সকলকে শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা সাহা পরিবারের পক্ষ থেকে --

৭৬ বছর বয়স্ক রমনী মোহন সাহা চয়নপাড়ায় ১৯৬৫ সালে শুরু করেন গনেশ ভান্ডার। তিনি সকলের সঙ্গে হৃদ্যতা বজায় রেখে দোকান চালিয়ে যান। মুদি দোকান করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঈশ্বরে সমর্পন করে ভক্তিমূলক আধ্যাত্মিক কাজও চালিয়ে যান। আজ বৃদ্ধ বয়সে পুরোপুরি ভক্তিমূলক আধ্যাত্মিক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তারই পুত্র টোটোন সাহা ২০০৭ সাল থেকে সেই দোকানের হাল ধরেন। দোকান করার সঙ্গে সঙ্গে টোটোন সাহা বিভিন্ন মানবিক ও সামাজিক সেবামূলক কাজ করে থাকেন। তার পাশাপাশি বাবার মতো ভক্তিমূলক কাজতো রয়েইছে।

With Best Compliments From
Prop.Toton Saha

- তোমাদের সকলের টোটোন সাহা, শুভ্রা সাহা
রাজশ্রী সাহা (সোনামা)

M/S. GANESH BHANDAR

Madhya Chayan Para, Ward No. 37, Ramani Saha More,
P.S Bhaktinagar , Distt. Jalpaiguri, Mobile --7679798725





কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা

(দ্বিতীয় অধ্যায় ---৩৫)

‘বেটা সাধনা তো ম্যায় সিদ্ধি প্রাপ্তিকে লিয়ে নহি করতা হুঁ ফির কিঁউ লগে হুয়ে হ্যায়।’ মেরি সাধন সির্ফ উনকে সাথ জুড়ে রহেনেকে লিয়ে।যবতক সাধন হ্যায় তবতক ইয়হ শরীর চলেগি। যিসদিন সাধনা রুক যায়েগী, সাঁস ভি রুক যায়গী। শরীর পঞ্চভূত সে বনী হ্যায় ফির উসী পঞ্চভূত মে লীন হো যায়গী।গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে বললেন--যবতক ইয়হ জলকি ধারা বঁহেগি তবতক গঙ্গা রহেগি। বেটা কর্মকে লিয়ে শরীর হ্যায়, শরীরকে লিয়ে কর্ম নহি। কর্ম এক অমর মাধ্যম হ্যায়। ইয়হ কর্ম সারা বিশ্বব্রহ্মান্ডকো এক নিয়মসে নিয়ন্ত্রিত কর রহা হ্যায়। কর্ম রুক জানে সে ইয়হ সৃষ্টি, ইয়হ ব্রহ্মান্ড লুপ্ত হো যায়গী।” কথাগুলো কিছুদিন পূর্বে ঋষিকেশের গঙ্গার ধারে এক সাধু মহারাজ বলেছিলেন।--মুসাফীর।)

(গত সংখ্যার পর)

এখন বলছে বুনীকে ছাড়া বাঁচবো না--এটা ওর ইমম্যাচিওরিটি। আমার কাছে একথার কোনো মূল্য নেই। কথাগুলো শোনার পর মনে হলো আমার ভেতরে এতোদিন ধরে যে চাপটা ছিলো সেটা হালকা হয়ে গেলো। সবশেষে অনু বললো, নতুন কর্ম জীবনে প্রবেশ করতে চলেছে।মনের মধ্যে কোন চাপ থাকলে কাজ ভালো হবে না। তাই এই কথাগুলো বলার প্রয়োজন ছিলো। আমি বিস্ময়ে হতবাক। আমার মনের গভীরের এত স্পর্শকাতর বিষয়ের খবর যে নারী নারী রাখতে পারে সে কোনোভাবেই সামান্য নারী নয়। অনুরাধাকে সেই দিন নতুন করে আবিস্কার করলাম। তুই সত্যিই খুব ভাগ্যবান নইলে এমন লাইফ পার্টনার কজনের ভাগ্যে জোটে। তবে তোকে বলি তুই লন্ডনে যাওয়ার কিছুদিন পর আমিও পৌঁছাবো আর এবার বেশ কিছুদিন থাকতে হবে। শালা এতক্ষন চেপে ছিলিস এবার মনে হচ্ছে সত্যিই আমি ফরচুনেট। ভাগলপুরের বর্তমান অবস্থা কিরকম? আমার দৃষ্টিতে একদম ভালো নয়। দ্যাখ শহরটার একটা ঐতিহাসিক পরিচিতি রয়েছে,কোন এক সময় সিল্ক সিটি নামে বিখ্যাত ছিলো।কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো এই সিল্ক যারা তৈরি করে তাদের বেশিরভাগই কিন্তু মুসলিম। এরা কয়েকপুরুষের অধিবাসী। দেশ ভাগ হওয়ার পর এবং কিছুটা পূর্বেও ছোট -বড় অনেক দাঙ্গা হয়েছে। বলা উচিত লাগানো হয়েছে ।আর প্রতিবারই মুসলিমদের সংখ্য কমে গেছে। আগে শুনেছি হিন্দু মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজরা বিভেদ সৃষ্টি করে গেছে। এখন দেখা যাচ্ছে সংখ্যালঘু তকমা দিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে।এখানেই থেমে নেই,জাতি বর্ণ , উঁচু নিচু ভেদাভেদটি প্রকট হয়ে উঠছে। (ক্রমশ)



গীতার মহিমা

কবিতা বণিক (মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি)



গীতা ধর্মের কথা বলে না। জীবনের কথা বলে। কর্ম কি ,কেন করতে হয়, কিভাবে করতে হয় ইত্যাদি। আর বলে ইন্দ্রিয় জয় করার কথা । সুখ, শান্তি লাভের উপায় বলে গীতা। আসলে ধর্মের ক্ষেত্রটি প্রধানত গুণের রাজ্য। অর্থাৎ ধার্মিক ও অধার্মিক ব্যক্তির পার্থক্য হয় স্বত্ব, রজঃ, তমো ভাবের গুণগত মানের। বিজ্ঞানের সাহায্যে হিংসাপরায়ণ ব্যক্তিকে ক্ষমা ,ভালবাসা শেখানো যায় না। ধার্মিক মানুষের জীবনে সত্য, সংযম, ঔদার্য্য,পরার্থপরতা থাকে, এর মধ্যে ভয়, হিংসে বা অজ্ঞতার স্থান নেই। সংসারী বদ্ধ জীব দুঃখগ্রস্ত। শুধু দুঃখ নিবারণ নয় আনন্দ উপভোগই জীবের একমাত্র চাওয়া। স্থায়ী আনন্দ লাভ একমাত্র ধর্মের মাধ্যমেই সম্ভব। গীতার শেষ অধ্যায়ে শ্রী ভগবান বললেন; সর্ব ধর্ম ছেড়েও যদি আমার শরণ নাও তবে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে মোক্ষ দান করব। শোক করো না। (১৮/ ৬৬) তিনিই ভক্তের ভার গ্রহণ করেন। ত যোগক্ষেমং বহাম্যহম। গীতার বিষাদ যোগ থেকে মোক্ষ যোগ এই আঠারো অধ্যায়ের প্রতিটি সিঁড়ি উত্তীর্ণ হলে অর্জুনের মতো প্রতিটি জীব মোহ কাটিয়ে শান্তি ও স্থিরতা পাবে। মৃত্যুর পর মোক্ষ লাভ গীতার লক্ষ্য নয়। গীতার আদর্শ হল এই জীবনেই মোক্ষ লাভ। একথার মাহাত্ম্য বোঝা যায় গীতার শেষে শ্রী ভগবান ডাক্তারের মতো জিজ্ঞেস করেন ; তুমি সব মনোযোগ সহকারে শুনেছ তো? তোমার অজ্ঞানতা জনিত মোহ দূর হয়েছে ? (১৮/৭২). অর্জুন উত্তর দিলেন ; হে অচ্যুত! তোমার কৃপায় আমি স্মৃতি লাভ করেছি। আমার সন্দেহ দূর হয়েছে। মোহ নষ্ট হয়েছে। এইবার তুমি যা বলবে আমি তাই করব। (১৮/৭৩) গীতায় শ্রী ভগবানের বাণী হল; যিনি শ্রী ভগবানকে আপনজন, প্রিয় ও সুহৃদ বলে জানেন , তিনিই পরমাশান্তি লাভ করেন। (৫/২৯)



গীতা পাঠে মনোবল বাড়ে ও শান্তি লাভ হয়।

অর্জুন ছিলেন বিষাদ গ্রস্ত। ভগবানের শ্রীমুখে গীতা শোনার পর তিনি মুক্ত হলেন। মুক্ত হওয়ার জন্যই সাধনা। দেহের বন্ধন, সংসারের বন্ধন, সংস্কারের বন্ধন , মায়া মোহ কামনা বাসনা প্রভৃতির শত সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ সংসারী জীব। বন্ধনই দুঃখের কারণ। শ্রী ভগবানের শ্রীমুখ নিসৃত আঠারো অধ্যায়ের গীতার বাণীই অর্জুনকে স্থিরতা , শান্তি , স্মৃতি ফিরিয়ে দিয়েছে। তখনই তিনি বলেছেন " করিষ্যে বচনং তব। " অর্থাৎ তুমি যা বলবে আমি তাই করব। দেখলাম বিষাদগ্রস্ত অর্জুন যিনি বলছেন " ন জিজীবিষামঃ" অর্থাৎ বাঁচতে চাই না। এমনই হতাশাজনক বদ্ধ ভাব থেকে মুক্ত অবস্থায় পৌঁছনোর জন্যই শ্রীকৃষ্ণের বাণী সমৃদ্ধ গীতা হল পৃথিবীর সবচেয়ে প্রথম মনোবিজ্ঞানের বই। অর্জুনের মতো যেকোন পাঠকের মনোবল ফিরতে বাধ্য। গীতা পাঠে অর্জুনের মতো সর্বকালে সকল মানুষের দুঃখ থেকে মুক্তি।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন সংসারে অহরহ যুদ্ধ চলছে তাই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে , কিন্তু সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ। সবসময় শ্রী ভগবানের নাম স্মরণ করতে করতে যুদ্ধ কর। জীবন যেহেতু মৃত্যর প্রস্তুতি তাই সবসময়, সর্বদা শ্রীভগবানের নাম করতে করতেই সংসারের যুদ্ধ রূপ কর্ম করে যেতে হবে। তাহলে অন্তিম সময়েও শ্রী ভগবানের নাম স্বভাবতই মনে থাকবে। ভাল মৃত্যুই আমাদের সবার কাম্য। তাইতো সংসারে পাঁকাল মাছের মতো থাকতে বলেছেন । এটাই আমাদের মানব জীবনযাত্রার কাহিনী, যা গীতা আমাদের শেখায়। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই গীতার সাথে পথ চলতে হয়। তবেই জীবন সুখময় ও শান্তিময় হয়। মৃত্যুর পর গীতার কোন কাজ নেই।

খোঁজ

- সুশীতল দত্ত (শালকুমারহাট,আলিপুরদুয়ার)

থমকে যেতে নেই, এগিয়ে যেতে হয়
পথ শেষ না হওয়া পর্যন্ত
শুধু ছুটে যাওয়া
আলেয়ার খোঁজে, কখন মিলবে জানিনা
তবু যেতেই হবে...



শিকারপুরে ইতিহাসের ছায়ায় ভবানীপাঠক,দেবী চৌধুরানী

পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী ,লেকটাউন, শিলিগুড়ি)



প্রবাদ, কিংবদন্তি আর ইতিহাসের মেলবন্ধনে তিস্তা পাড়ের এক প্রাচীন জনপদ।

স্বাধীনতা দিবসের সকাল। স্নান ও পুজো সেরে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের অনুষ্ঠান শেষ করে বাড়ি ফিরলাম। প্রাতরাশ সেরে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম শিকারপুরের উদ্দেশে। বেলাকোবা পেরিয়ে যখন শিকারপুরে পৌঁছলাম, তখনই চোখে পড়ল বহুদিনের কৌতূহলের সেই স্থান;ভবানীপাঠক ও দেবী চৌধুরানীর মন্দির।

নিরিবিলি পরিবেশ। চারপাশে এক অদ্ভুত শান্তি। মনে হল, জায়গাটির মাটির সঙ্গে যেন বহু পুরনো কোনো গল্প আজও নিঃশব্দে মিশে আছে। ইতিহাস, লোককথা আর কিংবদন্তি;সব মিলিয়ে শিকারপুরের এই মন্দিরকে ঘিরে তৈরি হয়েছে এক অনন্য সাংস্কৃতিক স্মৃতি।

লোকমুখে প্রচলিত কাহিনি অনুযায়ী, একসময় এই অঞ্চল বৃহত্তর রংপুরের অন্তর্গত ছিল। সেই সময়কার জমিদারি ব্যবস্থা, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন এবং ভবানীপাঠক, দেবী চৌধুরানী, মজনু শাহ ও অন্যান্য বিদ্রোহীদের নানা কাহিনি এই এলাকার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। কথিত আছে, তিস্তা অববাহিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তাঁদের যাতায়াত ও কর্মকাণ্ডের স্মৃতি আজও মানুষের মুখে মুখে ফেরে।

শিকারপুরের এই মন্দিরকে ঘিরেও রয়েছে নানা কিংবদন্তি। একটি প্রচলিত কাহিনি বলে, একসময় এখানে দুর্গ নির্মাণের কাজ চলছিল।



মাটি কাটার সময় এক সন্ন্যাসী ধ্যানমগ্ন অবস্থায় সেখানে ছিলেন। শ্রমিকের কোদালের আঘাতে তাঁর গায়ে আঘাত লাগে। পরে সন্ন্যাসীর নির্দেশেই তাঁকে মাটির নিচে রেখে সেই জায়গায় মন্দির নির্মাণ করা হয়;এমনই একটি লোকবিশ্বাস স্থানীয় মানুষের মধ্যে প্রচলিত।

আরও একটি জনশ্রুতি অনুযায়ী, মন্দিরের সঙ্গে ভবানীপাঠক ও দেবী চৌধুরানীর স্মৃতিও জড়িয়ে আছে। ইতিহাসের সঙ্গে এইসব লোককথার কতটা সরাসরি যোগ রয়েছে, তা নিয়ে মতভেদ থাকতেই পারে। কিন্তু স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস ও প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা স্মৃতিগুলিই এই জায়গাটিকে আজও বিশেষ করে রেখেছে। মন্দিরটির স্থাপত্যও বেশ আকর্ষণীয়। এর গঠনে অনেকেই বৌদ্ধ প্যাগোডার ছাপ দেখতে পান। তিস্তা অববাহিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে একসময় বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব ছিল বলে স্থানীয় ইতিহাস ও লোকবিশ্বাসে উল্লেখ পাওয়া যায়। তাই মন্দিরটির নির্মাণশৈলীর সঙ্গে সেই সাংস্কৃতিক প্রভাবের কোনো সম্পর্ক ছিল কি না, তা নিয়েও আলোচনা রয়েছে। নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর আগে অবশ্য আরও ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা প্রয়োজন।

তবু এই বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠে একটি বিষয় খুব স্পষ্ট;শিকারপুরের এই মন্দির যেন নানা ধর্ম, সংস্কৃতি ও মানুষের সহাবস্থানের এক নীরব স্মারক। এখানে হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাসের পাশাপাশি স্থাপত্যে অন্য সংস্কৃতির ছাপ থাকার সম্ভাবনাও আমাদের মনে করিয়ে দেয়, বাংলার মাটির সংস্কৃতি কখনও একরৈখিক ছিল না। মন্দিরের ভিতরে ভবানীপাঠক, দেবী চৌধুরানী, গঙ্গা দেবী, তিস্তারূপী দেবী এবং সিদ্ধপুরুষ মোহনলালের মূর্তি রয়েছে বলে স্থানীয়ভাবে জানা যায়। পাশাপাশি রয়েছেন দুই সশস্ত্র প্রহরী, যাঁদের নিয়েও প্রচলিত রয়েছে নানা বিশ্বাস।

১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে রংপুর অঞ্চলে ব্রিটিশদের সঙ্গে বিদ্রোহীদের সংঘর্ষের ইতিহাসও এই জনপদের স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত। দেবী চৌধুরানীকে ঘিরে প্রচলিত নানা কাহিনি পরবর্তীকালে সাহিত্যেও জায়গা করে নেয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাস সেই লোকস্মৃতিকে আরও বৃহত্তর বাঙালি সমাজের কাছে পরিচিত করে তোলে। তবে ইতিহাসের সঙ্গে উপন্যাস, লোককথা ও কিংবদন্তিকে এক করে দেখা ঠিক হবে না। কোনটি নথিভুক্ত ইতিহাস, কোনটি স্থানীয় জনশ্রুতি আর কোনটি সাহিত্যিক কল্পনার অংশ;তার পৃথক বিচার প্রয়োজন। কিন্তু এই সবকিছুর সম্মিলিত উপস্থিতিই শিকারপুরকে করে তুলেছে স্মৃতি ও কৌতূহলের এক অনন্য জায়গা। সেদিন মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল, সময় অনেক দূর এগিয়ে গেলেও কিছু জায়গা যেন অতীতকে বুকের মধ্যে আগলে রাখে। পাথর, মাটি, পুরনো স্থাপত্য আর মানুষের মুখে মুখে ফিরে আসা গল্প;সব মিলিয়ে তারা হয়ে ওঠে জীবন্ত ইতিহাসের অংশ।

শিকারপুরের ভবানীপাঠক ও দেবী চৌধুরানীর মন্দিরও তেমনই এক জায়গা;যেখানে ইতিহাসের সঙ্গে মিশে আছে প্রবাদ, কিংবদন্তি, বিশ্বাস এবং বাংলার মাটির গভীর সাংস্কৃতিক স্মৃতি।





শারদীয় সন্ধিক্ষণ

রিঙ্কু মিত্র (পাল)--কল্যাণী, নদিয়া।



শারদীয় দুর্গোৎসব বাঙালির জীবনে শুধু উৎসব নয়,এক মহা আনন্দের মিলন মেলা।সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ সারা বছর ধরে এই উৎসবের জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু এবছর দুর্গাপুজোর আবহে, সাম্প্রতিককালে আমাদের প্রতিবেশী দেশে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের হৃদয়বিদারক নানা ঘটনায় সকলেরই মন আচ্ছন্ন। চারিদিকে বিষাদের ছায়া। কোথাও স্বস্তি নেই।এ যেন এক কঠিন সন্ধিক্ষণ।

কিন্তু সময় তো কারও জন্য থেমে থাকে না। সে চলে তার আপন খেয়ালে। কিছু ঘটনা বা কিছু স্মৃতি কখনও বিলুপ্ত হয় না,চিরদিন দাগ কেটে রয়ে যায় মনে। এখন ভাদ্রমাসের প্রায় শেষ।কিন্তু মেঘেদের এখনও অবকাশ মেলেনি। কাটেনি দুর্যোগের ঘটা। আকাশ ছেয়ে ঘন কালো মেঘ,থেকে থেকে নামছে ভারী বর্ষা।

এরই মাঝে এক টুকরো সোনালি ঝলমলে রোদ আর হালকা শিরশিরে ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁওয়া মনে করিয়ে দেয় - মা আসছেন। আর বেশি দেরি নেই। বিষন্নতার ফাঁকে- একটু আনমনা হতেই মুহূর্তের মধ্যে চোখের সামনে ভেসে ওঠে গ্রাম-বাংলার নৈসর্গিক দৃশ্য। শরতের সোনালি আলোয় ভরা নীলাকাশে,তুলোর পেজাঁর মতো সাদা মেঘ এক একরকম ভঙ্গীমায় ;তার ভেলা এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।আর নীচে,বিলের জলে বিস্তীর্ণ কচুরিপানা,কলমিলতা, জলে প্রস্ফূটিত লাল-নীল-সাদা শালুক ফুল। তারই মাঝে সাদা বক,পানকৌড়ি,অসংখ্য বালিহাঁস - কেউ খেলা করছে,কেউ খাবার খুঁজতে ব্যস্ত। পাশেই ডাঙায় ঝোপে রাশি রাশি কাশ ফুল। বর্ষার নতুন জলে পাট আঁশ ছাড়াতে ব্যস্ত চাষি। ছেলেরা ছিপ্ ফেলে মাছের অপেক্ষায়। ক্রমশ বেলা গড়িয়ে বিকেল হয়।সূর্য তার শেষ রংটুকু বিলের জলে ছড়িয়ে পশ্চিমাকাশে অস্ত যায়। সবাই যে যার বাসায় ফেরে। দেখতে দেখতে স্নিগ্ধ নীরব,বিলপাড়ে ক্রমশ গাঢ় অন্ধকার নামে। ওদিকেলোকালয়ে উলুধ্বনি,শঙ্খ বাজে, ঘরে ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলে।

আর এই আলো - আঁধারির মাঝে বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে ওঠে। মনে হয়, শহরের এই ইট - পাথর অট্টালিকার ভিড়ে, এই বিষাদ - ক্লান্তির মাঝে ও শরৎটা ঠিক ফিরে আসবে।

ভোরের শিশির হয়ে, কাশফুল হয়ে, শিউলি হয়ে, ঢাকের আওয়াজ হয়ে। মা আসছেন। সব কালো মেঘ সরিয়ে, আবার সমস্ত কিছু আলোয় ভরে উঠবে।





গণিত ও দেবীর বাহন

স্বপনেন্দু নন্দী

(প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক,হায়দর পাড়া বুদ্ধ ভারতী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি)



মানবী কম্পিউটার শকুন্তলা দেবী বলেছিলেন, " উইদআউট ম্যাথমেটিক্স দেয়ার ইজ নাথিং ইউ ক্যান ডু। এভ্রিথিং এরাউন্ড ইউ ইজ ম্যাথমেটিক্স। এভ্রিথিং এরাউন্ড ইজ নাম্বার। "

গণিতের ওপর লিখতে গিয়ে আমাকে অনেক জায়গা থেকে প্রায়ই একটি প্রশ্ন শুনতে হয় যে পঞ্জিকাতে কি কোনো গণিত আছে! এবং থাকলে কি তার হিসেব!

পঞ্জিকা অনুসারে দেখা যায় কথিত আছে, যে দেবী দুর্গা এই শারদোৎসবের সময় স্বামীর (কৈলাশ) বাড়ি থেকে বাপের বাড়ি (পৃথিবীতে) আসার সময় সাধারণত ব্যবহার করেন (এক এক বছর এক এক রকম) চার রকমের বাহন আর সেই বাহনগুলো হলো হাতি, নৌকা, ঘোড়া ও পালকি । আরও একটি কথা যে পঞ্জিকা অনুসারে দেবী কিন্তু ষষ্ঠীতে আসেন না, আসেন সপ্তমীতে এবং এই কারণে পঞ্জিকায় সপ্তমীর দিন উল্লেখ থাকে যে দেবীর কিসে আগমন এবং দশমীতে ফিরে যাওয়ার সময়ও এক এক বছর এক এক রকম যানবাহন ব্যবহার করেন এবং তাই দশমীতে উল্লেখ করা থাকে যে দেবীর কিসে গমন অর্থাৎ কিসে করে কৈলাশে ফিরে যাবেন।

দেখা যাক এই গণিতের হিসেব কি ও কোথায়!

সপ্তাহ সাতদিনে এবং বাহন চারটি। গণিতের নিয়মেই স্বাভাবিক ভাবে একাধিক বারে একই বাহন ব্যবহার করতে হবে। পঞ্জিকাতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে,

সপ্তমী যদি রবিবার বা সোমবার হয় দেবীর আগমন হবে হাতি অর্থাৎ গজে।

আর সপ্তমী যদি শনিবার বা মঙ্গলবার হয় দেবীর আগমন হবে ঘোটক অর্থাৎ ঘোড়াতে।

বুধবার হলে দেবীর আগমন হবে নৌকায় অর্থাৎ জলযানে।

বৃহস্পতিবার বা শুক্রবার হয় দেবীর আগমন হবে দোলায় অর্থাৎ পালকিতে।

আবার একই ভাবে দশমী যদি রবিবার বা সোমবার হয় দেবীর গমন হবে হাতি অর্থাৎ গজে।

আর দশমী যদি শনিবার বা মঙ্গলবার হয় দেবীর গমন হবে ঘোটক অর্থাৎ ঘোড়াতে।

বুধবার হলে দেবীর গমন হবে নৌকায় অর্থাৎ জলযানে।

বৃহস্পতিবার বা শুক্রবার হয় দেবীর গমন হবে দোলায় অর্থাৎ পালকিতে।

এবার পঞ্জিকা অনুসারে গণিতের সাথে মিলিয়ে দেখি যে এবছরের সপ্তমী ও দশমী তিথির বার দেখে যে এই বছর দেবীর আগমন ও গমন কিসে হবে!



দুর্গা পুজো

ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল
(বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক , শিলিগুড়ি)



আশ্বিনের শারদ প্রাতে,
শুনিয়া মহালয়া প্রভাতে,
পিতৃপক্ষের অন্তে,
দেবীপক্ষের আরম্ভে।
ঢাকে পরে পুজোর বাদ্যি,
শুরু হয় পুজোর প্রস্তুতি।
চা মজুর পায় পুজোর বোনাস,
মা বোনেরা অন্নপূর্ণার আশ্বাস।
অফিসের করনি রয় ডিএর আশায়।
টোটো অটো চলে বর্ধিত ভাড়ায়।
বঙ্গের অর্থনীতি হয়ে ওঠে চাঙ্গা
বিদায় বেলায় মায়ের মুখটি হয় রাঙা।
বাঙালিকে মা দিয়াছে সব,
চারিদিকে উঠিছে আশার কলরব।

চলছে অবিকল

ড. দুলাল দত্ত
(ইউনির্ভার্সিটি এভিনিউ, এনবিইউ গেট নম্বর ২, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি)



জন্ম দিল পিতা আমায়
মায়ে দিল স্থান
বড় হয়ে তাঁদের ছেড়ে
পরকে সপি প্রাণ।
সুখকে ভাবি তাদের জন্য
তাদের জন্য খাটি
মনের কোণে দিবস নিশি
বাঁধছি প্রেমের আঁটি।
মায়ের জাতির স্নেহের টানে
আপন করে নিয়ে
নতুন আলো দেখাই রোজই
পরের ঘরেও গিয়ে।
স্নেহের টানে বুকে টেনে
পরকে সেবা দিতে
জ্বালিয়ে রাখি সেবার প্রদীপ
পরের পরাণ ভিতে।
শক্তি যোগাই সাহস যোগাই
যোগাই মনে বল
তাইতো সমাজ ছুটছে আগে
চলছে অবিকল।

মাতৃ স্বরূপ

রিয়া মুখার্জি
(লেখিকা, শিলিগুড়ি)



প্রকৃতির নানান রূপ
পাহাড় এর সাজসজ্জা
গাছপালা আর ফুল,
সকালে প্রকৃতি লাস্যময়ী,
বিকেলে ধরে নববধূর রূপ,
রাতে আধাঁর মাখা কালীমা তিনি,
দেবী রূপী এই পর্বত,
ঝর্ণা যেনো আশীর্বাদ তার,
সব বৃক্ষ কে লালন করে মাতৃস্বরূপ,
কখনও পাহাড় রুদ্রাণী রূপে
করে ধ্বংশ লীলা,
ধস নেমে পাহাড়
তখন করে তাণ্ডব খেলা,
দেবী রূপে পূজিতা হন প্রকৃতি,
বনদেবীর সন্তান স্বরূপ বৃক্ষ,
জঙ্গলের পর জঙ্গল কেটে
করি উন্নয়ন এর নামে ধ্বংস,
বন্যা দেবীর চোখের জলের
এক চিলতে অংশ,
মানবজাতি এখনো যদি
প্রকৃতিকে না করে রক্ষা,
তবে প্রকৃতির ধ্বংসলীলাই
হবে মানুষের উচিত শিক্ষা।

শিলিগুড়ি ইসকনে বিমলা দেবীর বিশেষ পুজো, প্রসাদ বিতরণ ও দূষণ রোধের বার্তা



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ইসকনে দুর্গারূপে বিমলা দেবী! মহালয়া থেকেই বিশেষ পুজো প্রস্তুতি। কেন এত গুরুত্বপূর্ণ বিমলা দেবী?

ভক্তদের মধ্যে বিতরণ হবে প্রসাদ।দূষণ রোধে ইসকনের বিশেষ বার্তা।শিলিগুড়ি ইসকনে এবার মহালয়া থেকেই শুরু হচ্ছে বিমলা দেবীর বিশেষ পুজো প্রস্তুতি ।ইসকনের জগন্নাথ মন্দিরে সারা বছর পূজিত হন মা বিমলা দেবী।তবে দুর্গাপুজোর সময়ে তাঁকে দেবী দুর্গার রূপ হিসেবেই বিশেষভাবে পুজো করার ঐতিহ্য রয়েছে।মহালয়া থেকেই শুরু হবে বিশেষ পুজোর নানা আচার-অনুষ্ঠান, থাকবে ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণও। পুজোর পাশাপাশি পরিবেশ ও প্রকৃতি রক্ষা এবং দূষণ রোধের বার্তাও দিচ্ছে শিলিগুড়ি ইসকন। মহালয়া থেকেই শিলিগুড়ি ইসকনে বিমলা দেবীর বিশেষ পুজো, প্রসাদ বিতরণ ও দূষণ রোধের বার্তা

পুরীর শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের সঙ্গে বৈষ্ণব উপাসনার পাশাপাশি শক্তি-উপাসনারও দীর্ঘ ঐতিহ্য জড়িয়ে রয়েছে। সেই পরম্পরায় মা বিমলা দেবী বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। ধর্মীয় বিশ্বাস ও ঐতিহ্য অনুযায়ী, বিমলা দেবীকে আদ্যাশক্তি, দুর্গা বা শক্তির একটি রূপ হিসেবে দেখা হয়। শিলিগুড়ি ইসকনের জগন্নাথ মন্দিরেও রয়েছে মা বিমলা দেবীর বিগ্রহ। সারা বছরই সেখানে নিয়মিতভাবে দেবীর পুজো করা হয়। তবে দুর্গাপুজোর সময়ে বিশেষ তাৎপর্যের সঙ্গে দেবী দুর্গার রূপ হিসেবেই বিমলা দেবীর আরাধনা করা হয়। ইসকন সূত্রে জানা গিয়েছে, মহালয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিলিগুড়ি ইসকনে বিমলা দেবীর বিশেষ পুজো-পর্ব শুরু হবে। পুজোর সময়ে ভক্ত ও সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রসাদ বিতরণেরও ব্যবস্থা থাকবে। শিলিগুড়ি ইসকনের সভাপতি স্বামী অখিলাত্মাপ্রিয় দাস জানিয়েছেন, পুজোর পাশাপাশি মানুষের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতার বার্তাও পৌঁছে দিতে চান তাঁরা। বিশেষ করে প্রকৃতি রক্ষা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণে সকলকে আরও সচেতন হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। জগন্নাথ সংস্কৃতিতে বিমলা দেবীর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, জগন্নাথদেবকে নিবেদিত ভোগ বিমলা দেবীর কাছে নিবেদনের পরই তা মহাপ্রসাদ হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। সেই কারণে জগন্নাথদেবের উপাসনা ও বিমলা দেবীর আরাধনার মধ্যে রয়েছে এক বিশেষ ধর্মীয় সম্পর্ক।

শিলিগুড়ি ইসকনের এই আয়োজন তাই শুধু পুজো বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়;এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ভক্তি, প্রসাদ বিতরণ এবং পরিবেশ রক্ষার সচেতনতার বার্তাও।

শতবর্ষে আনন্দময়ী কালিবাড়ি, বেঙ্গালুরুর নিউরোসার্জনের বিনামূল্যে চিকিৎসা; এবার চা-বাগানে শাড়ি বিতরণের উদ্যোগ



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ১০০ বছরে শিলিগুড়ির আনন্দময়ী কালিবাড়ি।বেঙ্গালুরু থেকে বিমানে এলেন নিউরোসার্জন, দেখলেন রোগী! গরিব মানুষের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা;কারা পেলেন পরিষেবা?এবার চা-বাগান ও অনগ্রসর এলাকায় শাড়ি বিতরণ!

শিলিগুড়ির ঐতিহ্যবাহী আনন্দময়ী কালিবাড়ি এখন পা দিয়েছে শতবর্ষ উদযাপনের পর্বে। একইসঙ্গে চলছে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠারও শতবর্ষ। চারন কবি মুকুন্দ দাসের স্মৃতিবিজড়িত এই ঐতিহাসিক কালিবাড়িতে চলছে একের পর এক সেবামূলক কর্মসূচি।

রবিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে বেঙ্গালুরু থেকে বিমানে এসে রোগী দেখলেন নিউরোসার্জারি বিশেষজ্ঞ ডাঃ সন্দীপ পিভি;দুপুরেই আবার ফিরে গেলেন। শুধু চিকিৎসা নয়, শতবর্ষ উপলক্ষে এবার চা-বাগান ও অনগ্রসর এলাকাতেও পৌঁছে যাবে সেবার হাত। জানিয়েছেন আনন্দময়ী কালিবাড়ি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর বিশ্বাস। তিনি বলেছেন--শতবর্ষে শুধু উৎসব নয়, মানুষের সেবায় আনন্দময়ী কালিবাড়ি। স্বাস্থ্য শিবির থেকে চা-বাগানে শাড়ি বিতরণ।

পুজোয় বস্ত্রদান ও জলসেবা, যানজট নিয়ন্ত্রণেও উদ্যোগ হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃপুজোয় শুধু ব্যবসা নয়, মানুষের সেবাতেও হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি।পুজোয় বস্ত্রদান, দর্শনার্থীদের পানীয় জল;সেবামূলক একাধিক কর্মসূচি নিয়েছে শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি।পুজোয় মানুষের সেবায় হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি।বস্ত্রদান ও পানীয় জল বিতরণ। পুজোর দিনগুলিতে জলসেবা।যানজট নিয়ন্ত্রণেও উদ্যোগ।চালু হচ্ছে ট্রাফিক বুথ।জমে উঠেছে পুজোর বাজার।অনলাইনের বদলে বাজারে কেনাকাটা করুন।উপকৃত হবেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

পুজোয় ব্যবসার পাশাপাশি মানুষের সেবায় হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি। বস্ত্রদান, পানীয় জল বিতরণের পাশাপাশি যানজট নিয়ন্ত্রণেও উদ্যোগ। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের উৎসাহ দিতে বাজারে গিয়ে কেনাকাটার আবেদন।

পুজোর দিনগুলিতে হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের পাশে পুজো দর্শনার্থীদের জন্য পানীয় জল বিতরণ করা হবে। পাশাপাশি পুজো উপলক্ষে বস্ত্রদানের পরিকল্পনাও এবার গ্রহণ করেছে সমিতি।

সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুজিত ঘোষ ওরফে বাপি জানিয়েছেন, মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সেবামূলক কাজ সারা বছরই চালিয়ে যান তাঁরা।

হায়দরপাড়া বাজার এলাকায় যানজট নিয়ন্ত্রণেও উদ্যোগী হয়েছে সমিতি। তাঁদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাফিক পুলিশ সেখানে একটি ট্রাফিক বুথ চালুর উদ্যোগ নিচ্ছে। ট্রাফিক পুলিশ এবং ভক্তিনগর থানার পুলিশ সবসময় তাদের সহযোগিতা করছেন।

এদিকে পুজোর কেনাকাটা এখন পুরোদমে চলছে। সুজিত ঘোষের আবেদন, অনলাইনে কেনাকাটার পরিবর্তে স্থানীয় বাজারের ব্যবসায়ীদের দোকানে গিয়ে কেনাকাটা করুন। এতে পুজোর বাজার যেমন জমবে, তেমনই উপকৃত হবেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও।

৪০০ মৃৎশিল্পীর হাতে ২০০০ প্রতিমা, রাস্তা-মাটি-দাম নিয়ে শিলিগুড়ি কুমোরটুলিতে সংকট



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ যাঁদের হাতে তৈরি হয় মায়ের প্রতিমা, পুজোর আগে কেমন আছেন তাঁরা? শিলিগুড়ি কুমোরটুলিতে দিন-রাত চলছে প্রতিমা তৈরির কাজ! ৪০০ মৃৎশিল্পী, তৈরি হচ্ছে প্রায় ২০০০ দুর্গাপ্রতিমা! প্রতিমা তৈরি হচ্ছে, কিন্তু কুমোরটুলিতে রাস্তার সমস্যায় বিপাকে শিল্পীরা! মাটি, বাঁশ, খড়ের দাম বাড়ছে;প্রতিমার দাম কি বাড়ছে? পুজোর প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। আর দিন-রাত এক করে মায়ের প্রতিমা গড়ছেন শিলিগুড়ির কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীরা। মহানন্দার লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জন ঘাটের পাশে এই কুমোরটুলিতে প্রায় ৪০০ জন শিল্পী তৈরি করছেন প্রায় ২০০০ দুর্গাপ্রতিমা।

কিন্তু প্রতিমা তৈরি করেই যেন শেষ হচ্ছে না সমস্যা। শিলিগুড়ি মৃৎ-শিল্প উন্নয়ন সমিতির সভাপতি অধীর পাল জানাচ্ছেন, সবচেয়ে বড় সমস্যা রাস্তা। প্রতিমা তৈরি হয়ে গেলেও পুজো কমিটিগুলোর হাতে পৌঁছে দিতে প্রবেশ ও বেরোনোর পথ নিয়ে বিপাকে পড়তে হচ্ছে শিল্পীদের। দার্জিলিং পাহাড়, সিকিম-সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুজো কমিটিগুলি প্রতিমা নিতে আসছে। তার মধ্যেই রয়েছে পর্যাপ্ত মাটি না পাওয়া এবং বাঁশ, খড়, সুতলির অগ্নিমূল্যের সমস্যা। পুজোর আনন্দে যাঁদের হাতের সৃষ্টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেই মৃৎশিল্পীদের মুখে তাই আজও চিন্তার ছাপ।

১৯০১-এ বেলুড় মঠে স্বামীজির প্রথম দুর্গাপুজো, জানালেন অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলাশাসক পরিতোষ চক্রবর্তী



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ --- বেলুড় মঠে প্রথম দুর্গাপুজো কবে?স্বামীজির উদ্যোগে কীভাবে শুরু?কুমোরটুলি থেকে এসেছিল প্রতিমা! পুজোয় এসেছিলেন সারদা মা। জানুন সেই ঐতিহাসিক কাহিনি খবরের ঘন্টার ফেসবুক পেজ এবং ইউ টিউব চ্যানেলে।

বেলুড় মঠে দুর্গাপুজো;আজ যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এক শতাব্দীরও বেশি ইতিহাস। কিন্তু জানেন কি, স্বামী বিবেকানন্দের উদ্যোগে এই পুজো প্রথম শুরু হয়েছিল ১৯০১ সালে?কুমোরটুলি থেকে আনা হয়েছিল তৈরি দুর্গাপ্রতিমা, আর পুজোয় উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী। অষ্টমীতে স্বামীজি নিজেই করেছিলেন কুমারী পুজো।কীভাবে শুরু হয়েছিল সেই ঐতিহাসিক দুর্গাপুজো? কেনই বা এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে গেল মাতৃভাব ও নারীশক্তির ভাবনা?খবরের ঘন্টার কাছে সেই ইতিহাসই তুলে ধরেছেন শিলিগুড়ির লেকটাউন নিবাসী, শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরাগী এবং অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলাশাসক পরিতোষ চক্রবর্তী।দেখুন খবরের ঘন্টার ফেসবুক পেজ এবং ইউ টিউব চ্যানেল।

১৯০১ সাল। স্বামী বিবেকানন্দের উদ্যোগে বেলুড় মঠে শুরু হল দুর্গাপুজো। মঠের ইতিহাস অনুযায়ী, স্বামীজির উদ্যোগে এবং শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর অনুমতিতে সেই প্রথম দুর্গোৎসবের আয়োজন হয়। কুমোরটুলি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল একটি তৈরি দুর্গাপ্রতিমা। ষষ্ঠীর বোধন থেকে শুরু হয়েছিল পুজো, আর উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং সারদা মা।অষ্টমীতে স্বামী বিবেকানন্দ কুমারী পুজো করেন। সেই ঐতিহাসিক দুর্গাপুজোর মধ্য দিয়ে বেলুড় মঠে প্রতিষ্ঠা পায় এক বিশেষ মাতৃভাবের পরম্পরা, যা আজও অব্যাহত। স্বামী বিবেকানন্দের উদ্যোগে বেলুড় মঠের প্রথম দুর্গাপুজোর সেই ইতিহাস খবরের ঘন্টার কাছে বর্ণনা মেলে ধরেছেন শিলিগুড়ি লেকটাউন নিবাসী, শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরাগী এবং অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা শাসক পরিতোষ চক্রবর্তী।

শতবর্ষে আনন্দময়ী কালিবাড়ি, ৯৫তম দুর্গাপুজোয় ২০০০ শাড়ি ও বিশেষ আয়োজন



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শতবর্ষে আনন্দময়ী কালিবাড়ি, এবার দুর্গাপুজোয় থাকছে বিশেষ আয়োজন! ৮০০ নয়, এবার ২০০০ শাড়ি বিলি করবে কালিবাড়ি! কালিবাড়ির ১০০ বছর, দুর্গাপুজোর ৯৫ বছর;উৎসব এবার আরও বড়! মহালয়ায় বিশেষ নৃত্যে মহিষাসুরমর্দিনী; থাকছে আরও চমক!পুজোর আনন্দের সঙ্গে সেবার বার্তা;স্বাস্থ্যশিবিরেও জোর কালিবাড়ির! শিলিগুড়ির ঐতিহ্যবাহী আনন্দময়ী কালিবাড়িতে এবার উৎসবের আবহ আরও বিশেষ। চারনকবি মুকুন্দ দাস প্রতিষ্ঠিত এই কালিবাড়ির শতবর্ষ উদযাপন চলছে। একইসঙ্গে কালিমূর্তি প্রতিষ্ঠারও ১০০ বছর পূর্তি। আর দুর্গাপুজোয় এবার ৯৫ বছরে পা দিয়েছে কালিবাড়ি।

শতবর্ষ উদযাপনকে স্মরণীয় করে তুলতে দুর্গাপুজোয় থাকছে একাধিক বিশেষ আয়োজন। কালিবাড়ির সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর বিশ্বাস জানান, অন্যান্য বছর প্রায় ৮০০ শাড়ি বিতরণ করা হলেও এবার অনগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে প্রায় ২০০০ শাড়ি। প্রসাদ বিতরণেও থাকছে নতুনত্ব। মহালয়ায় বিশেষ নৃত্য পরিবেশনায় ফুটে উঠবে মহিষাসুরমর্দিনী। পাশাপাশি মানুষের সেবায় আরও বেশি করে আয়োজন করা হচ্ছে বিনামূল্যের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। শতবর্ষে আনন্দময়ী কালিবাড়ি তাই শুধু পুজো নয়, সেবা ও মানবিকতার বার্তাতেও এগিয়ে আসছে। সকলকে শারদীয় শুভেচ্ছা জানিয়ে পুজোয় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ভাস্কর বিশ্বাস।

জলপান, স্নান ও যোগব্যায়ামে ৭০-এ সুস্থ অধীর পাল, কানাডায় যাচ্ছে তাঁর তৈরি বুদ্ধমূর্তি



নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ৭০ বছরেও তরুণের মতো কর্মচঞ্চল! এক বছর আগে ছিলেন রোগযন্ত্রণায়!বদলে গেল জীবনযাত্রা, বদলাল শরীর জলপান থেকে যোগব্যায়াম;কী তাঁর নিয়ম? এবার কানাডায় যাচ্ছে তাঁর তৈরি বুদ্ধমূর্তি!এক বছর আগেও রোগযন্ত্রণায় দিশেহারা ছিলেন তিনি।

ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপসহ নানা শারীরিক সমস্যায় কষ্ট পাচ্ছিলেন ৭০ বছরের মৃৎ শিল্পী অধীর পাল।আজ সেই মানুষটিই সুস্থ, কর্মচঞ্চল;কাজ করছেন অনেকটা তরুণের মতো!জলপানের নিয়ম বদলেছেন, সকালে স্নান, যোগব্যায়াম আর স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রাকে করেছেন নিত্যসঙ্গী।

আর এই সুস্থতার মাঝেই তাঁর হাতে তৈরি বুদ্ধমূর্তি এবার পাড়ি দিচ্ছে সুদূর কানাডায়!

সুস্থ থাকতে শুধু ওষুধ নয়, জীবনযাত্রার নিয়মকেও গুরুত্ব দিতে হবে;নিজের জীবনে এমনই এক পরিবর্তনের উদাহরণ তৈরি করেছেন শিলিগুড়ি মৃৎশিল্প উন্নয়ন সমিতির সভাপতি অধীর পাল।

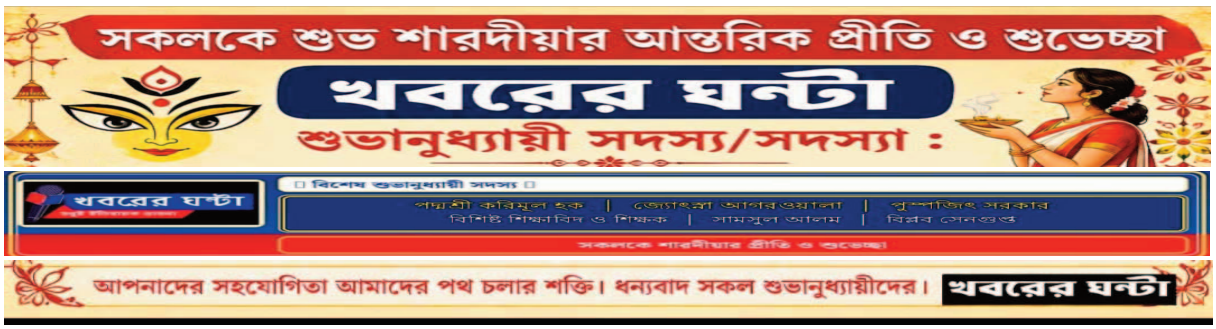
৭০ বছর বয়সে দাঁড়িয়েও তিনি এখন যথেষ্ট কর্মচঞ্চল। তাঁর কথায়, প্রায় এক বছর আগে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা ও রোগযন্ত্রণায় তিনি কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। এরপর নিজের জীবনযাত্রায় একাধিক পরিবর্তন আনেন তিনি।

সঠিক নিয়মে জলপান, নিয়মিত স্নান, যোগব্যায়াম এবং আরও কিছু স্বাস্থ্যকর অভ্যাসকে দৈনন্দিন জীবনের অংশ করে নেন অধীর পাল। তাঁর দাবি, এই 'অ্যাক্টিভ হেলদি লাইফ' অনুসরণ করেই গত এক বছরে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপসহ তাঁর বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে এবং তিনি এখন আগের তুলনায় সুস্থ ও সক্রিয়।

জলপান নিয়েও নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বিশেষ গুরুত্ব দেন তিনি। তাঁর মতে, জল শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক কার্যকারিতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই কীভাবে এবং কখন জল পান করা হচ্ছে, সেদিকেও নজর রাখা প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি।

তবে অধীর পালের জীবনের এই পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাঁর সৃজনশীল কাজও। মৃৎশিল্পের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত এই শিল্পীর হাতে তৈরি একটি বুদ্ধমূর্তি এবার যাচ্ছে কানাডায়।

৭০ বছর বয়সেও শিল্পচর্চা, কর্মব্যস্ততা এবং নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা;অধীর পালের জীবনযাত্রা তাই অনেকের কাছেই অনুপ্রেরণার একটি ছবি হয়ে উঠেছে।


সকলকে শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
খবরের ঘন্টা
শুভানুধ্যায়ী সদস্য/সদস্যা :
বিশেষ শুভানুধ্যায়ী সদস্য
পদ্মশ্রী করিমুল হক | জ্যোৎস্না আগরওয়ালা | পুষ্পাজিৎ সরকার
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষক | সামসুল আলম | বিপ্লব সেনগুপ্ত
সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা
আপনাদের সহযোগিতা আমাদের পথ চলার শক্তি। ধন্যবাদ সকল শুভানুধ্যায়ীদের। খবরের ঘন্টা


KG078 অসীমা চক্রবর্তী
স্বামী : শৈলেশ্বর চক্রবর্তী
অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা
সুভাষ পল্লী, শিলিগুড়ি।
জন্মতারিখ : ১ জানুয়ারি
বিবাহবার্ষিকী : ২৩শে জানুয়ারি
রবি : বই পড়া, রবীন্দ্র সঙ্গীত শোনা।
মেয়াদ : ২৯/০৮/২০২৬ থেকে ২৩/০৮/২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)
KG001 নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন মহিলা শিক্ষক ও সমাজসেবী
শিলিগুড়ি
মেয়াদ: ২৬/০৭/২০২৬ থেকে ২৫/০৭/২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)
KG003 ডঃ রুচি আগরওয়ালা
পিতা: কেশব আগরওয়ালা, আইনজীবী ও সমাজসেবী,
শিলিগুড়ি।
জন্মতারিখ : ৩ নভেম্বর
মেয়াদ : ২৯/০৭/২০২৬ থেকে ২৫/০৭/২০২৭ (১ বছর)
KG002 ডঃ বিদ্যাবতী আগরওয়ালা
পিতা: স্বর্গীয় রামকুমার আগরওয়ালা
গণেশগ্রাম কম্পাউন্ড, চার্চ রোড, রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা ও সমাজসেবী
শিলিগুড়ি
জন্মতারিখ : ৫ই আগস্ট।
মেয়াদ : ২৯/০৭/২০২৬ থেকে ২৫/০৭/২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)
KG007 সঙ্গীতা বসু
স্বামী : রতন বসু,
ঠাকুরদা: স্বর্গীয় হরিকান্ত হালদার, সভাপতি আশাপাইকে, টুইন শঙ্কর সদনি, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।
পেশা : শিক্ষিকা, প্রাক্তন হাইস্কুল
রবি : সমাজসেবী
শিলিগুড়ি।
জন্মতারিখ : ২৯ মার্চ
মেয়াদ : ২৯/০৭/২০২৬ থেকে ২৩/০৭/২০২৭ (১ বছর)
KG013 ডঃ তপতী হালদার
পিতা: স্বর্গীয় মীহার কান্তি হালদার, অমৃত নিবাস, শক্তিগড়, পি ডব্লু ডি মোড়, শিলিগুড়ি বাজার।
প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা
রবি : সমাজসেবী ও লেখালেখি
জন্মতারিখ : ২৮ জানুয়ারি
শিলিগুড়ি
মেয়াদ : ২৭/০৭/২০২৬ থেকে ২৬/০৭/২০২৭ (১ বছর)
KG008 নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সমাজসেবী
শিলিগুড়ি
মেয়াদ: ২৭/০৭/২০২৬ থেকে ২৬/০৭/২০২৭ (১ বছর)
KG016 সুদেষ্ণা চক্রবর্তী
স্বামী : শুভ্রাংশু রঞ্জন জাদুড়ি
সহ-শিক্ষিকা
উদয়ন কনেনি প্রাথমিক বিদ্যালয়
সূর্যনগর, আবরাম, শিলিগুড়ি।
জন্মতারিখ : ২৯ সেপ্টেম্বর
বিবাহবার্ষিকী : ২০ ফেব্রুয়ারী
শিলিগুড়ি
মেয়াদ : ২৭/০৭/২০২৬ থেকে ২৬/০৭/২০২৭ (১ বছর)
KG015 দীপিকা বন্দ্যে
স্বামী : অসীম বন্দ্যে
সমাজসেবী
রাষ্ট্রীয় সভাপতি,
জি এইচ আর সিস ফাউন্ডেশন,
মালবাজার।
মেয়াদ : ২৭/০৭/২০২৬ থেকে ২৬/০৭/২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)
KG018 কমলা সরকার
কবি ও লেখিকা
মহিলাদের অধিকার, সুভাষ পল্লী, শিলিগুড়ি।
পিতা : স্বর্গীয় বীরেন্দ্র নাথ সরকার
ঠাকুরদা : স্বর্গীয় মহিলাদের সরকার
রবি : গরিবের বই পড়া ও গান শোনা।
জন্মতারিখ : ১ ডিসেম্বর
শিলিগুড়ি
মেয়াদ : ২৮/০৭/২০২৬ থেকে ২৭/০৭/২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)
KG017 ডঃ অসমঞ্জ সরকার
কবি ও লেখক
অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক,
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এক্সিটিং, গেট নম্বর ২, এ-কনেকের সিমলে, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।
পিতা: স্বর্গীয় অমিল চরণ সরকার
ঠাকুরদা : স্বর্গীয় অভয় চরণ সরকার
রবি : লেখালেখি ও ভ্রমণ
জন্মতারিখ : ১ জানুয়ারি
শিলিগুড়ি
মেয়াদ : ২৮/০৭/২০২৬ থেকে ২৭/০৭/২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)
KG023 মৌসুমী আইচ
জন্মতারিখ : ১০ আগষ্ট
সমাজসেবী
হাকিমপাড়া
শিলিগুড়ি
মেয়াদ : ২৯/০৭/২০২৬ থেকে ২৮/০৭/২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)
KG028 শ্রাবণী মিত্র মন্ডল
স্বামী : গৌতম মন্ডল
ঠাকুরদা : ডাঃ সুকুমার মিত্র।
নাট্যকার, নাট্য শিল্পী ও কবি এবং প্রচার বিমুখ সমাজসেবা।
বাবুপাড়া, শিলিগুড়ি।
মেয়াদ : ৩০/০৭/২০২৬ থেকে ২৯/০৭/২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)
KG030 মিমি ঘোষ
পিতা : রবি ঘোষ
সমাজসেবী ও ফ্রিল্যান্সার সাংবাদিক
দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি।
মেয়াদ : ৩১/০৭/২০২৬ থেকে ৩০/০৭/২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)
KG037 ডাঃ সোমজিৎ চ্যাটার্জী
পিতা : গোবিন্দ চ্যাটার্জী
মাতা : নিবেদিতা চ্যাটার্জী
ঠাকুরদা : স্বর্গীয় তাঁর নাম এল চ্যাটার্জী
ঠাকুরমা : স্বর্গীয়া শোভনা চ্যাটার্জী।
বন্ধু ডিরেক্টরস,
শিলিগুড়ি, আমার নাম হোমিও কেয়ার ইন্ডিয়ার্স লেখার, প্রকাশ ভবন, সিলিগুড়ি।
রবি : নিজের লেখা, কবিতা, ছবি, প্রকাশ লেখার মতিতা।
শিলিগুড়ি
মেয়াদ : ০১/০৮/২০২৬ থেকে ৩১/০৭/২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)
KG042 বিকাশ মুখার্জি
পিতা : স্বর্গীয় জগবন্ধু মুখার্জি
অবসরপ্রাপ্ত রেল কর্মী ও সমাজসেবী
কদুতলা রোড, নিবারন নগর, মোদোমানি, শিলিগুড়ি।
জন্মতারিখ : ২৯ জানুয়ারী
বিবাহবার্ষিকী : ২৭ এপ্রিল
শিলিগুড়ি।
মেয়াদ : ০১/০৮/২০২৬ থেকে ০৩/০৮/২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)
KG034 ডঃ দুর্বা ব্রহ্ম
স্বামী : স্বর্গীয় সেবাশিস রায়
রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা, প্রধান শিক্ষিকা,
রবীন্দ্রনগর গার্লস হাইস্কুল, শিলিগুড়ি।
জন্মতারিখ : ১৪ই ফেব্রুয়ারি
রবি : আবৃত্তি
শিলিগুড়ি
মেয়াদ : ৩১/০৭/২০২৬ থেকে ৩০/০৭/২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)
KG047 অর্চনা মিত্র
স্বামী : অতেন্দু কুমার মিত্র
কবি, লেখিকা, সঙ্গীত শিল্পী ও সমাজসেবী।
জন্মতারিখ : ১ জানুয়ারি
বিবাহবার্ষিকী : ৪ ফেব্রুয়ারী
বাথাগতীন কলোনি, শিলিগুড়ি।
মেয়াদ : ০৫/০৮/২০২৬ থেকে ০৪/০৮/২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)
KG053 সঞ্জীব কুমার দাস
পিতা : স্বর্গীয় মুকুলাল দাস
মাতা : মাতঙ্গিনী দাস
মাতঙ্গিনী ক্যাটারার্স
জন্মতারিখ : ৮ মার্চ
বিবাহবার্ষিকী : ২৮ নভেম্বর
রবীন্দ্র নগর, শিলিগুড়ি।
মেয়াদ : ০৯/০৮/২০২৬ থেকে ০৮/০৮/২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)
KG045 পরিতোষ চক্রবর্তী
পিতা : স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী
মাতা : স্বর্গীয় কিরনবালাদেবী
অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা শাসক
নেশা : আবৃত্তি, লেখালেখি, ঘইপড়া
লেকটাউন, শিলিগুড়ি।
জন্মতারিখ : ১৪ই মার্চ
বিবাহবার্ষিকী : ৭ই ফেব্রুয়ারী
মেয়াদ : ০৩/০৮/২০২৬ থেকে ০২/০৮/২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)
KG056 অলোক রঞ্জন বড়ুয়া
সমাজসেবী,
অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ নাগরিক
পিতা : স্বর্গীয় শিরোমনি বড়ুয়া
জন্মতারিখ : ৭ সেপ্টেম্বর
বিবাহবার্ষিকী : ১৪ ডিসেম্বর
শঙ্কর আশ্রম, সেবাতি সমিতি, হাসমরপাড়া সমিতি বাজারের কাছে, হাসমরপাড়া, শিলিগুড়ি।
মেয়াদ : ০৮/০৮/২০২৬ থেকে ০৭/০৮/২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)
KG055 বনানী চৌধুরী পন্ডিত
গৃহবধূ
স্বামী : স্বপন পন্ডিত
বিবাহবার্ষিকী : ২৬শে জানুয়ারী
সমাজসেবী, জলপাইগুড়ি।
সভাপতি এলাহাবাদ,
নিউ টাউনপাড়া, ৪ নম্বর গুমটি।
মেয়াদ : ০৮/০৮/২০২৬ থেকে ০৭/০৮/২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)
KG062 শিউলি চক্রবর্তী
স্বামী : স্বর্গীয় অমল চক্রবর্তী
সমাজসেবী
ফুদিরাম পল্লী সব্জি বাজার, শিলিগুড়ি।
মেয়াদ : ১০/০৮/২০২৬ থেকে ০৯/০৮/২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)
KG060 নীতিশ বসু
চেয়ারম্যান
পুর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট
বিশিষ্ট সমাজসেবী
(উদ্যমেটা, খবরের ঘন্টা)
লেকটাউন, শিলিগুড়ি।
মেয়াদ : ০৮/০৮/২০২৬ থেকে ০৭/০৮/২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)
KG058 মৃনাল কান্তি রায়
চিত্র শিল্পী ও শিক্ষক
বাবুপাড়া, বেলাকোবা রাজগঞ্জ ব্লক, জলপাইগুড়ি।
মেয়াদ : ০৮/০৮/২০২৬ থেকে ০৭/০৮/২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)
KG067 পিন্টু ভৌমিক
বিশিষ্ট সমাজসেবী
স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিড
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।
মেয়াদ : ২২/০৮/২০২৬ থেকে ২২/০৮/২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)
KG074 নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি
শিলিগুড়ি।
মেয়াদ : ১৮/০৮/২০২৬ থেকে ১৭/০৮/২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)
KG064 সুশোভন দে
সফটওয়্যার ইঞ্জিনীয়ারিং,
হাউস অফ ফারি / ক্রিক কোনের প্রতিষ্ঠাতা
লেকটাউন, শিলিগুড়ি।
মেয়াদ : ১১/০৮/২০২৬ থেকে ১০/০৮/২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)


KG075 বুলবুল বোস
স্বামী : অনির্বাণ বোস (আইনজীবী)
বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী
জন্মতারিখ : অক্টোবর
সুভাষ পল্লী, শিলিগুড়ি।
মেয়াদ : ১৮/০৮/২০২৬ থেকে ১৭/০৮/২০২৭ পর্যন্ত (১ বছর)
KG084 মুনমুন সরকার
KG009 বিশ্বজিৎ চাকলাদার
KG081 ডাঃ কৌস্তভ ভৌমিক
দন্ত চিকিৎসক
KG026 সোনালি সামন্ত দে
KG027 রিঙ্কু মিত্র পাল
KG024 রিঙ্কু ঘোষ
KG044 অশোক পাল
KG036 অনুপ দাস
KG057 উত্তম দত্ত
KG046 অনিন্দিতা চ্যাটার্জী
KG069 দীপক রায়
KG073 বিপ্লব সরকার
KG066 অনিন্দিতা সরকার দাস
KG085 জুঁই ভট্টাচার্য
KG082 নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
একজন স্বাস্থ্য কর্মী ও সমাজসেবী
KG038 শর্মিষ্ঠা লাহিড়ী
KG070 অদিতি পি চক্রবর্তী
KG004 স্বপনেন্দু নন্দী
KG005 চিত্তরঞ্জন সরকার
KG019 মিঠুন সাহা
KG010 সুমিতা কুন্ডু
KG006 জয়ন্ত সরকার
KG012 প্রদীপ বড়ুয়া
KG014 পায়েল সরকার
KG011 শেখর সাহা
KG021 কাকলি বসু বিশ্বাস
KG020 শর্বরী মুখার্জি
খবরের ঘন্টা


KG080 দুলাল দত্ত
পরিচয় : অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক
ঠিকানা : জগদ্ধাত্রী, হয়নিবাসোটা এভিনিউ, এলবিইউ গেট নম্বর ২, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।
পেশা : অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক
জন্মতারিখ : —
মেয়াদ : ০২/০৮/২০২৬ থেকে ০৩/১০/২০২৬ পর্যন্ত
KG025 বাপন দাস
পরিচয় : বিশিষ্ট সমাজসেবী ও পুলিশ কর্মী
ঠিকানা : বিধান নগর, শিলিগুড়ি।
মেয়াদ : ২৯/০৭/২০২৬ থেকে ২৮/১০/২০২৬ পর্যন্ত (৩ মাস)
KG029 সোমা সান্যাল চক্রবর্তী
পরিচয় : বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ও সমাজসেবী
সংস্থা : অন্য ক্রুশন ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন
ঠিকানা : শিলিগুড়ি।
নবীকরণ : ২৯/১০/২০২৬ পর্যন্ত
KG022 কবিতা বণিক
স্বামী : দীপক বণিক
পরিচয় : লেখিকা ও সমাজসেবী
ঠিকানা : মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি।
নবীকরণ : ২৮/০৯/২০২৬ পর্যন্ত
KG032 তপনোদয় সরকার
পরিচয় : সমাজসেবী
ঠিকানা : সুর্যনগর, শিলিগুড়ি
হবি : সামাজিক কাজের মাধ্যমে মানুষের পাশে থাকা।
জন্মতারিখ : ২৬ মে।
নবীকরণ : ৩০/০৯/২০২৬ পর্যন্ত
KG031 পন্ডিত পবিত্র চট্টোপাধ্যায়
পিতা : শ্রী প্রবীর চট্টোপাধ্যায়
হবি : মিউজিক
পরিচয় : সেতার শিক্ষক ও পরিবেশক বিখ্যাত সেতার শিল্পী
সংস্থা : সোভিনী মিউজিক একাডেমি
ঠিকানা : শিবমন্দির নগর, মোথোনাগরি শিলিগুড়ি
নবীকরণ : ৩০/০৯/২০২৬ পর্যন্ত
KG035 বিজয়া চক্রবর্তী
পরিচয় : সঙ্গীত শিল্পী ও স্কুল শিক্ষিকা
ঠিকানা : সুভাষ পল্লী, শিলিগুড়ি।
মেয়াদ : ০১/০৮/২০২৬ থেকে ৩১/১০/২০২৬ পর্যন্ত (৩ মাস)
KG040 বলরাম ধর
পরিচয় : শিক্ষক
প্রতিষ্ঠান : সারদা শিশু তীর্থ, সেবক রোড মাধ্যমিক বিদ্যালয়
ঠিকানা : টুকুন এস্টেট, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি
মেয়াদ : ০৯/০৮/২০২৬ থেকে ০৯/১১/২০২৬ পর্যন্ত (৩ মাস)
KG033 সজল দত্ত
পরিচয় : সমাজসেবী
পেশা : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কর্মী
ঠিকানা : শিলিগুড়ি।
মেয়াদ : ৩১/০৭/২০২৬ থেকে ৩০/০৮/২০২৬ পর্যন্ত
KG043 সুনীতা প্রামানিক
পরিচয় : গৃহবধূ
স্বামী : গৌতম প্রামানিক
জন্মতারিখ : ২৭ মে
বিবাহবার্ষিকী : ১৯ এপ্রিল
ঠিকানা : দেশবন্ধু পাড়া, কুতুলপুকুর রোড, শিলিগুড়ি।
পেশা : বুটিকের কর্ণধার
নবীকরণ : ০৯/১০/২০২৬ পর্যন্ত
KG041 অর্চিতা সেন
পরিচয় : সঙ্গীত শিল্পী
স্বামী : পরিতোষ সেন
জন্মতারিখ : ৫ অক্টোবর
বিবাহবার্ষিকী : ১২ ডিসেম্বর
ঠিকানা : রবীন্দ্র নগর-নেতাজি পল্লী (বকুল তলা রোড) শিলিগুড়ি
নবীকরণ : ০৯/১০/২০২৬ পর্যন্ত
KG049 গোপা দাস
পরিচয় : বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী
স্বামী : নির্মলেন্দু দাস
ঠিকানা : শরৎ পল্লী হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি
নবীকরণ : ০৩/১২/২০২৬ পর্যন্ত
KG050 স্বর্গীয় মুকুল দাস
পরিচয় : বিশিষ্ট কবি
বিশেষ পরিচিতি : কবি, ১০২ বছর বয়সে প্রয়াত
মৃত্যু : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬
ঠিকানা : শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি
মেয়াদ : মৃত্যুদিন খবরের ঘন্টা বেঁচে থাকবে
KG048 নির্মলেন্দু দাস
পরিচয় : বিশিষ্ট কবি ও বিজ্ঞানী
ঠিকানা : হায়দরপাড়া, শরৎ পল্লী শিলিগুড়ি
নবীকরণ : ০৩/১২/২০২৬ পর্যন্ত
KG052 বিশ্বজিৎ রায়
পরিচয় : বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব এবং স্কুল শিক্ষক
ঠিকানা : শিবমন্দির, কদমতলা, শিলিগুড়ি।
মেয়াদ : ০৫/০৮/২০২৬ থেকে ০৪/০৯/২০২৬ পর্যন্ত
KG051 চিরঞ্জীব চ্যাটার্জী
পিতা : স্বর্গীয় অমিল চন্দ্র চ্যাটার্জী
জন্মতারিখ : ১৬ আগস্ট
বিবাহবার্ষিকী : ২৫শে মে
ঠিকানা : অমিল এপার্টমেন্ট, ২ নম্বর সেবকীয় সরণি, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি।
হবি : ভ্রমণ এবং ফটোগ্রাফি
পরিচয় : বিশিষ্ট সমাজসেবী, মেয়র টুসমেরা অফিসপ্রধান
মেয়াদ : ০৪/১১/২০২৬ পর্যন্ত (৩ মাস)
KG059 সুপ্রিয় ব্যানার্জী
পরিচয় : বিশিষ্ট কি-বোর্ড শিল্পী
পরিচয় : সমাজসেবী
ঠিকানা : সুর্যনগর, শিলিগুড়ি।
মেয়াদ : ০৮/০৮/২০২৬ থেকে ০৭/০৯/২০২৬ পর্যন্ত
KG054 পারমিতা বিশ্বাস
স্বামী : সমীর বিশ্বাস
পরিচয় : অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষিকা ও বাটিক শিল্পী
ঠিকানা : ওয়াই এম এ ক্লাবের কাছে, দক্ষিণ বাবুপাড়া, শিলিগুড়ি।
মেয়াদ : ০৭/০৮/২০২৬ থেকে ০৬/০৯/২০২৬ পর্যন্ত
KG063 অভিজিৎ দাস
পিতা : সমীর চন্দ্র দাস
জন্মতারিখ : ১ জানুয়ারি
বিবাহবার্ষিকী : ১৩ অক্টোবর
পেশা : ব্যবসা
পরিচয় : সমাজসেবী
ঠিকানা : সুভাষ পল্লী, শিলিগুড়ি
প্রতিষ্ঠান : শিলিগুড়ি ওয়ারলেসার
মেয়াদ : ১০/০৮/২০২৬ থেকে ১০/১১/২০২৬ পর্যন্ত (৩ মাস)
KG065 বাসু দত্ত
পিতা : স্বর্গীয় অমর চন্দ্র দত্ত
পরিচয় : সমাজসেবী
ঠিকানা : ঘোষপাড়ি তল বাজার রোড, শিলিগুড়ি।
মেয়াদ : ১১/০৮/২০২৬ থেকে ১১/১১/২০২৬ পর্যন্ত (৩ মাস)
KG061 নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষক
পরিচয় : নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষক
ঠিকানা : জোড়াসিনগর, সেবক রোড, দুই মাইল, শিলিগুড়ি।
মেয়াদ : ০৯/০৮/২০২৬ থেকে ০৮/০৯/২০২৬ পর্যন্ত
KG068 ঝুমা ভাদুড়ি
পরিচয় : সমাজসেবী, বাটিক শিল্পী
ঠিকানা : অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি।
মেয়াদ : ১২/০৮/২০২৬ থেকে ১২/১০/২০২৬ পর্যন্ত (২ মাস)
KG072 তন্ময় ঘোষ
পিতা : স্বর্গীয় নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ
মাতা : স্বর্গীয়া মিনতি ঘোষ
জন্মতারিখ : ১৪ অক্টোবর
হবি : কবিতা লেখা, ছোটদের ছড়া ও নাটক লেখা, ভবঘুরে।
মেয়াদ : ১৬/০৮/২০২৬ থেকে ১৫/০৯/২০২৬ পর্যন্ত
KG071 বর্ণালী বসু
পিতা : উৎপল বসু
জন্মতারিখ : ৮ এপ্রিল
পরিচয় : প্রতিষ্ঠাতা (সুর সমন্বয় বাহনের ক্লাসটি সবচেয়ে উঁচুতে)
ঠিকানা : অমল টুকুর সরণি, সেবকমুখ পাড়া, শিলিগুড়ি।
মেয়াদ : ১৪/০৮/২০২৬ থেকে ১৪/১০/২০২৬ পর্যন্ত (২ মাস)
KG077 সুমিতা দাশগুপ্ত
স্বামী : দেবাশীষ দাশগুপ্ত
ঠিকানা : মন্দির দেবনন্দ পাড়া, শিলিগুড়ি।
জন্মতারিখ : ১১ জানুয়ারী
বিবাহবার্ষিকী : ৮ ফেব্রুয়ারী
হবি : পশু প্রেমিক
মেয়াদ : ২০/০৮/২০২৬ থেকে ২০/১১/২০২৬ পর্যন্ত
KG079 অশোক রাউত
পিতা : নদি গোপাল রাউত
পরিচয় : সমাজসেবী
ঠিকানা : রাম সিংহি সরণি, হরিমন্দির শিলিগুড়ি।
জন্মতারিখ : ১০ সেপ্টেম্বর
মেয়াদ : ২৭/০৮/২০২৬ থেকে ২৭/১১/২০২৬ পর্যন্ত (৩ মাস)
KG076 সোমা দত্ত
পরিচয় : প্রয়াত স্বর্গীয় ভূপতিনী কান্ত দত্ত
ঠিকানা : ভূপতিপাড়ি, বাগডোগরা জেলা শিলিগুড়ি।
পেশা : অবসরপ্রাপ্ত ভূগোল শিক্ষিকা (শিলিগুড়ি হাইস্কুল)
পরিচিতি : স্বর্গীয় গোপাল ঠেকরে (ভৌতিক) আন্তর্জাতিক এনগো।
মেয়াদ : ২১/০৮/২০২৬ থেকে ২১/১০/২০২৬ পর্যন্ত
KG083 তুহিনশুভ্র মণ্ডল
পিতা : স্বর্গীয় নিমাই চন্দ্র মন্ডল
মাতা : ভূক্তিকলা মন্ডল
পরিচয় : শিক্ষক, সমাজসেবী, পরিবেশবিদ
ঠিকানা : ভোজনা পার্ক, বাবুপাড়া, বক্সির হিমাকুট।
জন্মতারিখ : ১ জুন
শখ : ফোলোয়ুল, বই পড়া, মাছ ধরা।
মেয়াদ : ০৪/০৯/২০২৬ থেকে ০৪/০৯/২০২৭ পর্যন্ত (৫ মাস)